NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ প্রতিবাদী জাগ্রত চেতনা যেন জিইয়ে রাখে ন্যায়ের দাবি

নন্দিতা-শিবপ্রসাদের হাত ধরে ফের বাংলা ছবিতে রাখি ৮

কলকাতা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৪ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.02.2025, Vol.18, Issue No. 237 8 Pages, Price 3.00

রাজ্যসভায় মধ্যবিত্তের মন ছোঁয়ার চেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর

পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলে আক্রমণ কংগ্রেসকে

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: সংসদে শীঘ্রই নতুন আয়কর বিল আনছে কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই বিল পেশ হতে পারে। তার ঠিক আগেই রাজ্যসভার বক্তৃতায় মধ্যবিত্ত মন ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার জবাবি ভাষণে মোদি বোঝাতে চাইলেন, গত এক দশকে তাঁর সরকার মধ্যবিত্তের কথা মাথায় রেখেই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে প্রায় দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় দিল্লির ভোটের প্রসঙ্গে একটি শব্দও ব্যবহার করলেন না তিনি। দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তদের প্রসঙ্গ ছাড়া পুরো বক্তৃতা জুড়েই থাকল কংগ্রেসকে আক্রমণ এবং দুই জমানার ফারাকের কথা।

এ বারের বাজেটে আয়কর আরও ছাড় দিয়েছে কেন্দ্র। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা আয়ের উপর কোনও কর দিতে হবে না। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় প্রায় দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় সে কথা আবারও মনে করিয়ে দিলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী শোনালেন 'নব্য মধ্যবিত্ত' (নিও মিডলক্লাস)-এর কথাও। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প এবং উদ্যোগের কারণে দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে মধ্যবিত্তের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্তের শ্রেণিতে উঠে আসা মানুষদেরই তিনি ব্যাখ্যা করছেন 'নব্য মধ্যবিত্ত' বলে। মোদির কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবিত্ত এবং নব্য মধ্যবিত্তের পাশে সবসময় রয়েছে। আমরা মধ্যবিত্তদের একটি বড় অংশের জন্য আয়কর শূন্য করে দিয়েছে। ২০১৩ সালে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর ছাড় ছিল। আজ আমরা বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপরে করে ছাড় দিয়েছি।'

রাজ্যসভায় মোদির বক্তৃতায় উঠে আসে আয়ুষ্মান যোজনা, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পগুলির কথাও। আয়ুষ্মান যোজনায় সত্তরোর্ধ বৃদ্ধদের চিকিৎসা বিমা দেয় কেন্দ্র। মোদির দাবি, এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছেন দেশের মধ্যবিত্ত প্রবীণেরাই। পাশাপাশি মধ্যবিত্তদের জন্য কেন্দ্রের তরফে ৪ কোটি বাড়িও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে এক কোটি বাড়ি তৈরি হয়েছে শহরাঞ্চলেই। মোদি যখন বাড়ি তৈরির পরিসংখ্যান তুলে ধরছিলেন, তখন বিরোধী সাংসদদের আসন থেকে হইহট্টগোল শুরু হয় কিছুক্ষণের জন্য। তাঁরা দাবি করতে থাকেন, প্রকৃত পরিসংখ্যান ৪ কোটির থেকে অনেকটা কম।

এ ছাড়া দেশের পর্যটনের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও মধ্যবিত্তেরা উপকৃত হচ্ছেন বলে মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, অতীতে বিদেশিরা ভারত বলতে দিল্লি, মুম্বই বা বেঙ্গালুরুকেই চিনতেন। তবে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জি-২০ বৈঠক আয়োজন করানোর ফলে এখন বিশ্ববাসী ভারতকে নতুন করে চিনেছেন। দেশীয় পর্যটনেও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটনের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মধ্যবিত্তেরাই এর সুবিধা পাচ্ছেন বলে মত প্রধানমন্ত্রীর।

মোদির বক্তৃতায় উঠে আসে আদিবাসী, দলিত, তপসিলি জাতি, জনজাতি এবং অন্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রসঙ্গ। তাঁর সরকার যে সাধারণ শ্রেণির গরিব মানুষদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ এনেছে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। উঠে আসে বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য সুবিধা, তৃতীয় লিঙ্গকে আইনি স্বীকৃতির কথাও। দলিতদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিআর আম্বেদকর এবং কংগ্রেসেরও প্রসঙ্গ টানেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আম্বেদকরের প্রতি কংগ্রেসের কী পরিমাণ ঘৃণা ছিল! তাঁর প্রতিটি কথায় কংগ্রেস বিরক্ত হয়ে যেত। এর সব তথ্য রয়েছে। বাবাসাহেবকে দু'বার নির্বাচনে হারানোর জন্য তারা কী কী করেনি! বাবাসাহেবকে তাঁরা কখনও ভারতরত্নের যোগ্য মনে করেননি। তবে দেশবাসী আম্বেদকরের ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই আজ বাধ্য হয়ে কংগ্রেসকে জয় ভীম বলতে হয়। এ কথা বলতে গিয়ে তাদের গলা শুকিয়ে আসে।'

এদিন জবাবি ভাষণে দেশের সবচেয়ে পুরনো জাতীয় দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেসের থেকে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আশা করাই উচিত নয়। এটা যেমন ওদের ধারণার বাইরে, ঠিক তেমনই ওদের দলের আর্দশের মধ্যে পড়ে না। কারণ গোটা দলটাই টিকে আছে পরিবারতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে।'

জরুরি অবস্থার সময়ে দেশের পরিস্থিতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন মোদি। দেশবাসীর বাক্‌স্বাধীনতা হনন এবং সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের চেষ্টার অভিযোগ তোলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বেশ কিছু উদাহরণও তুলে ধরে মোদির অভিযোগ, শিল্পীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি সেই সময়। জরুরি অবস্থাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে রাজি না হওয়ায় দেবানন্দের সিনেমা দূরদর্শনে সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তোলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা এখন সংবিধানের কথা বলছেন, তাঁরা বছরের পর বছর সংবিধানকে নিজেদের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন।'

'শুধুমাত্র ভারতীয়দের ক্ষেত্রেই তো হচ্ছে না'

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: হাতকড়া পরিয়ে, শিকলে বেঁধে আমেরিকায় অবৈধবাসী ১০৪ ভারতীয়কে বুধবার ফেরত পাঠিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার। তা নিয়ে সংসদে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে মুখ খুলল সরকার। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাজ্যসভায় বললেন, 'এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়।' শিকলকাণ্ডের প্রতিবাদে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে বৃহস্পতিবার সংসদের দু'কক্ষের অধিবেশন কয়েক দফা মুলতুবি হয়। প্রত্যেক দেশেরই অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেক দেশেরই অবৈধবাসী ফেরত নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের নিজস্ব আইন রয়েছে বলে জানিয়ে কার্যত ট্রাম্প সরকারের হাতকড়া-শিকলের সাফাই দেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী। সেই সঙ্গে জানান, মহিলা ও শিশুদের শিকল-হাতকড়া পরানো হয়নি। বিমানে শৌচাগার ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে অবৈধবাসীদের। জয়শঙ্কর রাজ্যসভায় বলেন, 'বিতাড়িত অবৈধবাসীদের সঙ্গে যাতে কোনও দুর্ব্যবহার না করা হয় তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল।' যদিও সংবাদ সংস্থা পিটিআই প্রকাশিত খবর জানাচ্ছে, অমৃতসরে ফেরত আসা অবৈধবাসীদের কয়েক জন জানিয়েছেন, পুরো বিমানযাত্রাতেই তাঁদের হাত-পা বাঁধা ছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় নয়, অন্য দেশের অবৈধবাসীদের ক্ষেত্রেও ট্রাম্প সরকার প্রত্যর্পণ নীতি প্রয়োগ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এমন ঘটনা শুধু ভারতীয়দের সঙ্গে হচ্ছে না।'

একগুচ্ছ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি, শেষ অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

প্রস্তাব ৪.৫ লক্ষ কোটির, স্বাক্ষর ২১২টি মউ: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একগুচ্ছ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি সঙ্গী করে শেষ হল অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পর্যটন, এমএসএমই-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড়সড় লগ্নির প্রস্তাব মিলেছে। ২৩ টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের তরফে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিষয় মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। নেওটিয়া, পিয়ারলেস, অ্যাপোলো, মনিপাল,সিএমআরআই গোষ্ঠী রয়েছে এই তালিকায়। বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে অনেকটাই জুড়ে ছিল ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প। এই ক্ষেত্রেও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রস্তাব লাভ করেছে রাজ্য সরকার। এদিন অ্যামাজন ইন্ডিয়া-র সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির আওতায় রাজ্যের এমএসএমই ব্যবসায়ীদের অ্যামাজন গ্লোবাল সেলিং প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর ফলে তাঁরা নিজেদের 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্য বিশ্বের ২০০টিরও বেশি দেশে ও অঞ্চলে রফতানি করতে পারবেন। জানা গিয়েছে, ছোট ও মাঝারি ব্যবসাকে ডিজিটাইজ করে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অ্যামাজন এই উদ্যোগ নিয়েছে।

অষ্টম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সমাপ্তি ভাষণে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, দু'দিনের এই বাণিজ্য সম্মেলন দারুণ সফল। কুড়িটি দেশ থেকে পাঁচ হাজারের বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনের দু'দিনে সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ১২০০-র বেশি মউ এবং অভিপ্রায় পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্মেলনে অংশ নেওয়া সব প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাই আগামী দিনে বিনিয়োগের নতুন গন্তব্য। সেইসঙ্গে এদিন মমতা বন্দোপাধ্যায় জানান, 'বিগত ১৪ বছরে ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। সম্মেলনে ২০টি দেশের অংশগ্রহণ করেছিল। অতিথি দেশের তরফে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বাংলায় প্রচুর প্রজেক্ট হবে।' শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী এও জানান এবারের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন থেকে ২১২টি মউ হয়েছে স্বাক্ষরিত করেছে রাজ্য।

অন্যদিকে, এদিন সম্মেলন শুরুর আগে শিল্পপতিদের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছিল। তারপর এদিন বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'অশোকনগরে ওএনজিসিকে ৫০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। আজ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে দেউচা পচামির কাজ। এবার ৫০০০ বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন সম্মেলনে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, জিন্দল গোষ্ঠীর মতো সংস্থা বড় অঙ্কের বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। মুকেশ আম্বানি নিজেই বলেছেন, ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবেন। মুকেশজি ও সজ্জন জিন্দলের সঙ্গে পৃথক ভাবে আমার কথা হয়েছে।'

পাশাপাশি বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বাংলার এখনও পর্যন্ত কত প্রাপ্তি হয়েছে সেই প্রসঙ্গ তুলে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'গত সাতটি বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ১৯.৫ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব এসেছে। তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার কাজ ইতিমধ্য সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর ৬ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।' একথায় বলা যায়, অষ্টম বিশ্ববাংলা সম্মেলনে অনেক সাফল্য পেয়েছে বাংলা। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে মূলত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে একাধিক বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা চলে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারিদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সম্মেলনে যোগ দেওয়া পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ফের অশান্ত বাংলাদেশ: 'হাসিনাকে চুপ' করাতে ভারতকে চিঠি ইউনূস প্রশাসনের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: ভারতে বসে বসে 'উস্কানিমূলক বিবৃতি' দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে বিরত করতে হবে। ভারতকে এই মর্মে চিঠি দিল বাংলাদেশ। মুহাম্মদ ইউনূস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকার তলব করল ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় উপরাষ্ট্রদূতকেও। তাঁকে এ বিষয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তৌহিদ বলেন, 'হাসিনা ভারত থেকে যে সমস্ত বক্তৃতা করছেন, ছাত্র-জনতা তা ভাল ভাবে নিচ্ছেন না। তিনি অবিরাম উস্কানি দিচ্ছেন। তিনি যদি এই ধরনের ঘটনা থেকে বিরত থাকতেন, তবে অশান্তি হত না। গত কয়েক দিনের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা ভারতকে প্রোটেস্ট নোট দিয়েছি। লিখিত ভাবে জানিয়েছি। এখনও তার জবাব পাইনি। এখন রাষ্ট্রদূত নেই, আমরা উপরাষ্ট্রদূতকে ডেকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছি। যাতে হাসিনা উস্কানিমূলক মন্তব্য করা বন্ধ করেন, তা নিশ্চিত করার কথা বলেছি।' বুধবার রাত থেকে বাংলাদেশের একাংশে নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বরের বাড়িতে প্রথমে ভাঙচুর চালানো হয়। পরে ক্রেন দিয়ে ওই বাড়ি গুঁড়িয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ধানমন্ডিতে হাসিনার বাড়ি সুধা সদনেও। বুধবার রাতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী প্রচার করেছিল আওয়ামী লীগ। তার পর থেকেই অশান্তি শুরু হয়। হাসিনা-বিরোধীরা ধানমন্ডিতে জমায়েত করেন এবং মুজিবের বাড়িতে ভাঙচুর শুরু হয়। হাসিনার ভাষণ শুরুর আগেও ওই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে সেই অশান্তির আঁচ লাগে। ভাঙচুর চলতে থাকে। দুপুরে সে প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতীয় উপরাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়।

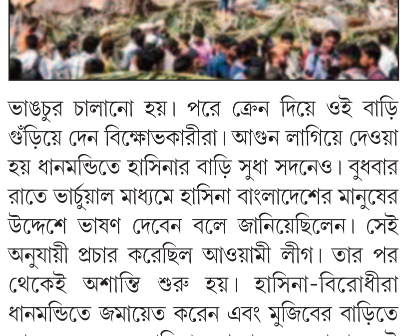

প্রতিবাদী মহিলাকে বেধড়ক মার

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলার প্রতিবাদের শাস্তি। তাঁর ভবনের সামনে মহিলাকে বেধড়ক মার 'বিপ্লবী' ছাত্রদের। আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি ভাঙচুর নিয়ে আর্তনাদ করতে শোনা যায় তাঁকে। দেখা মেলেনি পুলিশেরও। বুধবার সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'আজ রাতে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদের তীর্থভূমি মুক্ত হবে।' প্রথমেই মুজিবের স্মৃতিবিজড়িত ওই বাড়ি তথা জাদুঘরে গিয়ে বাইরের ফটক ভেঙে ফেলে বিক্ষোভকারীরা। এরপর বাড়ির ভিতরে শুরু হয় ভাঙচুর। ৯টার একটু আগে থেকেই দেখা যায় তিনতলা জ্বলছে। বৃহস্পতিবার সকালেও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে প্রতিবাদ করেন এলাকার এক মহিলা। বেলা ১১ টা নাগাদ ওই মহিলা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়ে বলেন, 'আপার বাড়ি ভাঙতেছে।' এরপরই ছাত্রদের রোষানলে পড়েন মহিলা।

'যোগ্য' শিক্ষকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ২০১৬ সালের এসএলএসটির 'যোগ্য' শিক্ষকদের। সেই দাবি নিয়ে বুধবার কালীঘাট অভিযানের ডাক দেন তাঁরা। এসএলএসটি চাকরিজীবীদের কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ধর্মতলায়। সেখানে বিক্ষোভরত শিক্ষকেরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভের চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের তুলে নিয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষকেরা চাইছেন এসএলএসটি চাকরিজীবী যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষকদের পৃথক করা হোক। ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না হলে, প্রতিবাদের স্বর আরও তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

দেউচা পচামিতে চালু কয়লা খনি প্রকল্পের কাজ

মিলন গোস্বামী • বীরভূম

আশায় বুক বাঁধছে পাহাড়। উন্নয়ন এবার দোরগড়ায়। পাকা রাস্তা, পাকা বাড়ি, হাসপাতাল ইতিমধ্যেই হয়েছে আরও হবে এই আশায় দিন গুনছেন পাহাড়ের মানুষ। আর এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি হলে আর্থিকভাবে উপকৃত হবে গোটা জেলা।

বুধবার বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন দেউচা পচামি কোল ব্লকে উপরের স্তরে থাকা ব্যাসল্ট এবং ব্ল্যাক স্টোন উত্তোলনে কাজ শুরু হবে। মমতার ঘোষণার পরপরই জেলা জুড়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তৎপরতা বাড়ে প্রশাসনের অন্দরমহলে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পুলিশ সুপার আমনদীপ এবং জেলাশাসক বিধান রায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান চাঁদা গ্রামে। উপস্থিত হন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামও। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই কয়লা খনি বিশ্বের সপ্তম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি ডেউচা পচামি, এই কয়লা খনি রাজ্যের শিল্প চরিত্র অনেকটাই বদলে দেবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা লগ্নির সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের। শুধু তাই নয় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সরকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন তার সুবিধা পেয়েছেন জমিদাতারা পরিবারের সদস্যদের চাকরির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

লক্ষ্য নিয়ে জানুয়ারিতেই সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বৈঠকের পর মুখ্যসচিব জানিয়েছিলেন, ৩২৬ একর জমিতে খোলা মুখ খনির কাজ শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে উপরের স্তরে থাকা ব্যাসল্ট উত্তোলন করা হবে তবে সঙ্গে সঙ্গে খনিগর্ভেও কাজ চলবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে জেলাশাসক পুলিশ সুপার-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা এলাকায় পৌঁছন, পুরোহিতকে দিয়ে শুরু করা হয় ভূমি পূজা। স্থানীয় বাসিন্দারা অতি উৎসাহিত হয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন। উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই প্রশাসনের ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। প্রস্তাবিত কয়লাখনি প্রকল্পে মোট ৩৩৭০ একর জমির প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে সরকারের ১০০০ একর জমি ছিল। বাকি ব্যক্তিগত মালিকাধীন। এমতাবস্থায় বর্তমান জেলাশাসক বিধান রায় স্থানীয় সকল বাসিন্দাদের সাথে এবং জমির মালিকদের সাথে বারংবার আলাপ আলোচনা করার পর এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্যাকেজ জানানোর পর চিত্রপট পাল্টে যায়। অধিকাংশই জমিদাতা স্বেচ্ছায় জমি দান করে রাজ্য সরকারের প্যাকেজ গ্রহণ করেন। প্রথমেই দেওয়ানগঞ্জ হরিণসিঙ্গা এবং পরে দেউচা পচামি খনি এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা থাকলেও প্রশাসনিক তৎপরতায় জমিদাতা পরিবার থেকে ১৪০০ জনেরও বেশি সদস্য সরকারি চাকরি পেয়েছেন, খনি গড়ার নোডাল সংস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম কাজ শুরু করে দেওয়ায় কয়লা উত্তোলনের কাজ অনেকটাই এগিয়ে যায়। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, 'আজ অত্যন্ত গর্বের দিন। বীরভূম জেলাবাসীর স্বপ্নপূরণের ধাপ অনেকটাই এগিয়ে গেল। এই কয়লা খনি সম্পূর্ণভাবে চালু হলে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি গোটা জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৬ নং এফিডেভিট বলে Tamal Kumar Singha Roy S/o. Dilip Singha Roy ও Tamal Kumar Sinha S/o. Dilip Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০৪ নং এফিডেভিট বলে Pradip Prasad S/o. Indrason Prasad ও Prodip Prasad S/o. I. Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২১ নং এফিডেভিট বলে Mahasin Mandal S/o. Md. Jakeriya Mandal ও Md. Mohasin Mondal S/o. Lt. Md. Jakaria Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭ নং এফিডেভিট বলে Madhuri Koley ও Madhabi Koley C/o. Sanat Kumar Koley সাং ভগবতীপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০১ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০৯ নং এফিডেভিট বলে Lakshminarayan Chakrabarti S/o. Sadhan Chandra Chakrabarti ও Lakshim Narayan Chakraborty S/o. Lt. S. C. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaushik Chal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amar Chal ও A. N. Chal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১১ নং এফিডেভিট বলে Sachidanand Singh ও Sachhidananda Singh S/o. Ramayari Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashim Guha Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Chittaranjan Guha Roy ও C. G. Guha Roy উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

LIC এর 424851973 পলিসিতে আমার নাম আনন্দ সরকার (ডাকনাম) পিতা- আশুতোষ সরকার ছিল। ৩১-১-২৫ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি আনন্দ সরকার পিতা- অজিত সরকার নামে পরিচিত হলাম।

।। সংশোধনী ।।

গত ইংরাজি ০২.০২.২০২৫ তারিখে এই একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট **'রমা পাইন দীং ..দরখাস্তকারী'** এর জেলা হুগলীর জেলা ডেলিগেট সদর আদালত, **'২০২৪ সালের ৫১ নং এক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা'** এবং **'২০২৪ সালের ৫২ নং এক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা'** বিজ্ঞপ্তি দুটিতে ৬ নং ক্রমে ৫ম লাইনে 'এল.আর. দাগ নং -২০৬' এর পরিবর্তে **'এল.আর. দাগ নং -ঐ '** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই ফেব্রুয়ারি। ২৩ শে মাঘ। শুক্র বার । দশমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টত্তরি রবি র ও বিংশত্তরি চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর র আবির্ভাব তিথি। গাত্রহরিদ্রা। কুমারী নাসিকা বেধ । বাহন ক্রয়বিক্রয়। দীক্ষা । দেবতা প্রতিষ্ঠা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **বুলু দাস** পিতা- রবি দাস গ্রাম: পশ্চিম সাপুইপাড়া ডাকঘর: সাপুইপাড়া জেলা: হাওড়া বাসিন্দা হইতেছি।
বালি মৌজায় 2648/10 নং দলিল মূলে (**শংকর কুমার ঠাকুর, সাবিত্রী দেবী ঠাকুর**) এর নিকট হইতে 19524 নং দাগের উপর 0.0248 acre শতক পরিমান 20.05.2010 তারিখে 27 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (**মায়া চক্রবর্তী** স্বামী- সত্য রঞ্জন চক্রবর্তী) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন এবং MN/2025/0503/700 নম্বর নাম পত্তন কেস মূলে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

Manoher Kumar Tandon
Advocate
Howrah Judge's Court

আমার মক্কেল শ্রীমতী শুভ্রা জানা, স্বামী - অশোক কুমার জানা, সাং- বেটিয়ারী, পোষ্ট- নলপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া গত ইংরাজীর ২১/০১/২০০৪ তারিখে সাঁকরাইল ব্লকের অধীন মৌজা-বেটিয়ারী, জে.এল. নং ১০, হাল ১১৫ নং খতিয়ানের হাল ৪০০ নং কৃষি খতিয়ানে ৮৪ নং দাগে শালি জমি ০৫ শতক বা মাপসুরত ০৩ কাঠা ০০ ছটাক ০৩ বর্গফুট, ২১৫ নং দলিল দ্বারা শ্রী সুদীপ্ত ঘোষ, পিতা-স্বর্গীয় "অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ-এর সম্পত্তি খরিদ করিয়াছে। যাহাতে উনি ইংরাজীর ১৯৯৭ সালে ৭৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মহেন্দ্র নাথ গায়েন, পিতা- মৃত রতিকান্ত গায়েন কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জানাইবেন ।

Sharmistha Banerjee
Advocate, 28.1.25
enroll: WB/14/7/2011

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **শ্রী সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়**, পিতা- গজপতি মুখোপাধ্যায়, ও **বেবী মুখোপাধ্যায়**, স্বামী- সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা- শিবপুর, পোস্ট অফিস- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, এর বাসিন্দা হইতেছে।
আমার মক্কেল শিবপুর-৩২ মৌজায় সামিল, ০০৩৭৩৬০৮/২০২২ নং দলিল মূলে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম-**দেবজিত ব্যানার্জী**) এর নিকট হইতে ৩৪৮ নং হাল দাগের উপর ০.০৩৫৪ শতক পরিমান সম্পত্তি ২১/১০/২০২২ তারিখের **০৫১৩১২৩১৯** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তার নামা গ্রহীতার নাম- **কাকলী রাহা** স্বামী- সঞ্জয় রাহা) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন এবং MN/4750/24 & 4251/24 নং নাম পত্তন কেস মূলে হাওড়া টাউন সার্ভে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে হাওড়া টাউন সার্ভে অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

Manoher Kumar Tandon
Advocate
Howrah Judge's Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

ওবায়েদ উল হক পিতা মরহুম মহম্মদ সইদুল হক সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী বিগত ইং 20/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0329/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহম্মদ ইসলাম** পিতা মরহুম মহম্মদ আলম, সাকিম ইলামপুর (দেশবন্ধু), তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 21/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দুইটি পৃথক দলিল মূলে যথাঃ ক) I-0357/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রোজিনা খাতুন** স্বামী আতিয়ার রহমান সাকিম ভায়ড়া, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে ১০.২৫ শতক সম্পত্তি এবং খ) I-0358/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ জাহাঙ্গির** পিতা সেখ জামাল উদ্দিন ও সুলতানা বিবি স্বামী সেখ জাহাঙ্গির উভয়ের সাকিম সান্ডুয়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ৯.২২ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দলিল মূলে ১৯.৪৭ শতক বিক্রয় করিয়াছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯২৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৪৫৮ নং দাগে খামার বর্তমানে ভিটি ৫৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ১৯.৪৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) রোজিনা খাতুন** স্বামী আতিয়ার রহমান ও **২)সেখ জাহাঙ্গির** পিতা সেখ জামাল উদ্দিন ও **৩)সুলতানা বিবি** স্বামী সেখ জাহাঙ্গির তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মহম্মদ ইসলাম**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// জেলা-হুগলীর জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর //
এ্যাক্ট – ৩৯ কেস নং-৪৭/২০২৩
দরখাস্তকারী :- নিবেদিতা দে,

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে জেলা-হুগলীর অন্তর্গত, চুঁচুড়া থানার অধীন ধরমপুর নেতাজী পল্লীর বাসিন্দা অধুনা মৃত **চিত্ত রঞ্জন দে** এবং অধুনা মৃতা **অমিতা রানী দে**, র কন্যা **নিবেদিতা দে**, স্বামী- বিশ্বরূপ দে, তাঁহার মাতা অধুনা মৃতা **অমিতারানী দে**, র পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক চুঁচুড়া শাখায় গচ্ছিত অর্থ প্রার্থনা করিয়া জেলা-হুগলীর জেলা ডেলিগেট আদালতে – ২০২৩ সালের ৪৭ নং এ্যাক্ট-৩৯ মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন এবং সাকশেসন সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় কোন ব্যক্তির কোন বক্তব্য বলিবার থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং- বা উক্তিবাবুর মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে – ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য বলিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অয়ন দত্ত (উকিলবাবু),
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর জেলা ডেলিগেট
আদালত চুঁচুড়া সদর

আমমোক্তারনামা

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নদীয়া জেলার থানা ও সাব রেজিস্ট্রি হাঁসখালীর অন্তর্গত ৪৪ নং বাদকুল্লা মৌজারঅধীন ১৭৬৫ এল. আর. খতিয়ানভুক্ত এবং এল. আর. ৯২৪ দাগের১১ শতক জমির মধ্যে মাত্র ৩.৭১ শতক জমি শ্রী সত্যপ্রিয় দাস পিতা ঁনগেন্দ্র চন্দ্র দাস, সাং- উত্তর সুরভিস্তান, বাদকুল্লা, হাল থানা- তাহেরপুর, নদিয়ার নিকট হইতে হাঁসখালি সাব রেজিস্ট্রী অফিসে IV -2 নং (২৫.০৪.২০০৬) আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে সৌমেন বিশ্বাস, পিতা - ঁনিতাই বিশ্বাস । সাং, পো- বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর নদীয়া উক্ত সম্পত্তির ৩.৭১ শতক সম্পত্তি সুরেন মন্ডল, পিতা- খগেন্দ্র মন্ডল । সাং- কুলগাছী, থালা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়াকে হাঁসখালি সাব রেজিস্ট্রী অফিসে বিক্রয় করেন, যার দলিল নং - I-৭৭২১/২০০৭ (তাং - ১৪/০৬/২০০৭) , সেই মত হাঁসখালি বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে উক্ত সুরেন মন্ডল নাম পত্তন বা মিউটেশন এর জন্য আবেদন করেছেন । এ বিষয়ে কনোও ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিবর্গের কোন প্রকার আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালি বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন । অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্যাদি সম্পন্ন করা হইবে।

Sd/-
SUBHANKAR HALDER (Advocate)
Ranaghat Court

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my client is intending to purchase the below mentioned scheduled property from its owner viz. Sri. Arun Ghosh, alias Arun Kumar Ghosh, son of Late Narendranath Ghosh and Smt. Krishna Ghosh, wife of Arun Ghosh @Arun Kumar Ghosh, both residing at 43/1, Rabindra Sarani, Police Station – Liluah, District – Howrah, Pin Code – 711 204.

If anybody is having any objection including any bank(s) or financial institution(s) claiming any rights, interests, claim, or dispute for the above intended sale transaction, he/she/they or any authority may contact the undersigned the documentary proof substantiating his/her/their objections/claims/details of dispute/disputes within seven (7) days from the date of this publication, failing which my client will proceed to complete the sale transaction with the above owners as if there are no third party claims/objections/disputes in respect of the scheduled property and thereafter no claims/objections/disputes will be entertained.

SCHEDULED PROPERTY

ALL THAT part and parcel of the Land situated under District – Howrah, District Registrar and Additional District Sub-registrar, Howrah, Police Station – Liluah, Gram Panchayat Jagadishpur, Mouza – Jagadishpur, Village – Jagadishpur, District – Howrah, under settlement J.L. No. 2, Recorded under Khatian no. 5778 and 5779, L. R. Dag No. 990, admeasuring about 7 Cottah, 9 Chittak, (having share 0.2497 and 0.2497) out of 25 Satak, with all right, title, interest together with all rights easements and privileges comprised including 3 feet common passage in north and 16 feet common passage in south for ingress and egress and free from all encumbrances within the jurisdiction of Howrah District Registrar and Additional District Sub-registrar, Howrah, butted and bounded by –

NORTH : The portion of Dag No. 920 and 3 feet wide common passage.
SOUTH : The portion of Dag No. 920 and 16 feet wide common passage
EAST : The portion of Dag no. 920.
WEST : The portion of Dag no. 911 and 3 feet wide common passage.

RAHUL AGARWALA
Advocate
High Court, Calcutta, 11, Old Post Office Street,
Right Gate, 1st floor, Kolkata – 700 001
Ph: 9153039239 Email: ag.rahul96@gmail.com

Place: Kolkata
Date: 06.02.2025

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

গীতা রানী ঘোষ ওরফে গীতা ঘোষ স্বামী- শ্রী কাশীনাথ ঘোষ সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ বিগত ইং ২৯/১২/১৯৯৩ তারিখে ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0409/1993 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**কাশীনাথ ঘোষ** পিতা ৺তারাপদ ঘোষ, সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 27/03/2023 তারিখে এ.ডি. এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1520/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শান্তি রঞ্জন হাওলাদার** পিতা ৺কালিচরন হাওলাদার সাকিম তিন্না সবুজ পল্লী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ১.৬৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা তিন্না, ৪৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৮/২ ও ১৭২/২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২১৪৬ নং দাগে ডাঙ্গা বর্তমানে ভিটি ৩১ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ১.৬৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শান্তি রঞ্জন হাওলাদার** পিতা ৺কালিচরন হাওলাদার তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**কাশীনাথ ঘোষ**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী স্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ২৮/২০২৪

দরখাস্তকারী- দিব্যেন্দু চক্রবর্ত্তী, পিতা- ৺উদয় শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ঠিকানা - ব্যান্ডেল লিচু বাগান গ্রীন পার্ক, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ- সাহাগঞ্জ, জেলা-হুগলী, পিন: ৭১২১০৪, পঃবঃ
এতদ্বারা স্বর্গীয় **উদয় শঙ্কর চক্রবর্ত্তী**, পিতা- ৺যতীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, নিবাস ব্যান্ডেল লিচু বাগান গ্রীন পার্ক, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ- সাহাগঞ্জ, জেলা-হুগলী, পিন: ৭১২১০৪, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী ৺উদয় শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ত্যাক্ত তাঁহার নামিত ইউকো ব্যাঙ্ক ব্যান্ডেল ব্রাঞ্চের সেভিংস **০২২০০১০০০১৫৬৭৩** নম্বর এ্যাকাউন্টে রক্ষিত **৫,৫১,৮১১.৫২ (পাঁচ লক্ষ একান্ন হাজার আটশত এগারো টাকা- বাহান্ন পয়সা)** টাকার উপর সাকসেসন সার্টিফিকেট প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।
উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি- প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু, মারফৎ আদালতে জানাইবেন অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।

গৌতম রায় (উকিলবাবু)
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
হুগলী জেলা ডেলিগেট আদালত

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী কিরন বালা রায় স্বামী দিলীপ রায় সাং ও পোঃ- কিংকরবাটী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী এর বাসিন্দা থাকাকালীন গত ইং ২০২৪ সালে ১৩৫৫ নং হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলমূলে জে.এল নং ১১৫, পারজানা মৌজায় অবস্থিত এল.আর. ১২৮/৮৯৫ নং দাগে ১২ শতক ও হাল এল.আর. ১২৮ নং দাগে ২.৫ শতক সম্পত্তি কিংকরবাটী গ্রামের নিবাসী বাবলু বাগ দীগরের নিকট হইতে ১২৪২/২০২৪ নং হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হারাধন মালিকের স্বাক্ষরিত দলিলের দ্বারা খরিদ করিয়াছি। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No.- WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Civil Judge (Jr. D) Ghatal
T.S. NO. 87/2017

অশোক ভূঞ্যা দীং ...বাদিগন
-বনাম-
কাশীগঞ্জ গ্রামের মতিরাম বাগদি পাড়ার শ্রী শ্রী ঁ শীতলা মাতা ঠাকুরানীর পক্ষে সেবাইত ও পরিচালক সেবাইতগণ শ্রী শিশু কার্ফা দীং
...বিবাদিগন

এতদ্বারা চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত কাশীগঞ্জ মৌজায় ২১০০ দাগের সম্পত্তি লইয়া চন্দ্রকোনা থানার কাশীগঞ্জ গ্রামের অশোক ভূঞ্যা দীং বাদী হইয়া কাশীগঞ্জ গ্রামের মতিরাম বাগদি পাড়ার শ্রীশ্রী ঁ শীতলা মাতা ঠাকুরানীর পক্ষে শ্রী শিশু কার্ফা দীং এর বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্ত মতে ইনজাংসনাদির প্রার্থনায় বর্তমান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ১০/০২/২৫ তারিখে বেলা ১০-৩০ মিঃ সময় অত্র আদালতের স্বয়ং কিংবা নিযুক্তীয় উকিল দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।
অদ্য সন ২০২৪ সালের ০৪/০২ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের শীল স্বাক্ষর মতে দেওয়া গেল।

প্রবীর কুমার মান্না
Sheristadar
Civil Judge (Jr. Divn.)
Court, Ghatal, 04/02/25

Ph.D Awarded

Mr. Barun Maity

As per the order of Vice Chancellor **Netaji Subhas University**, **Mr. Barun Maity**, S/o-Gour Hari Maity, has been **awarded Doctor of Philosophy (Ph.D)** on the successful Completion of his research entitled, **"NORM BOUNDS FOR GROUP INVERTIBLE H-MATRICES AND INVERTIBLE M-MATRICES IN THE CONTEXT OF NETWORK THEORY"** in the department of Mathematics on 27.01.2025. He has worked under the guidance of **Dr. Tapas Kumar Mishra** Supervisor, Netaji Subhas University, Pokhari, Jharkhand.
Ref. No.- NSU/RDC/285/2025, Date-28-01-2025

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

ভুটান, নরওয়ে এবং ফিলিপাইনের বিশিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বৃহস্পতিবার ভুটান, নরওয়ে এবং ফিলিপাইনের বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। রাজভবন সূত্রে খবর, ভুটানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ভুটান সরকারের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ইয়ুনটেন ফুন্তশো এবং আরও পাঁচজন কর্মকর্তা। এছাড়াও নরওয়ের প্রতিনিধিদলে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে-এলিন স্টেনারের সঙ্গে ছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি সিলজে ক্রিস্টিন অ্যান্ডারসন এবং কলকাতায় নরওয়ের কনসালের সাম্মানিক সচিব নয়নতারা পালচৌধুরী। ফিলিপাইনের প্রতিনিধিদলে ছিলেন ভারতে ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত জোসেল ফ্রান্সিসকো ইগনাসিও কলকাতায় ফিলিপাইন দূতাবাসের জুনিয়র কমার্শিয়াল কাউন্সেলর ইউজেনিও সি এলিভাডো এবং আরও পাঁচজন আধিকারিক। এদিনের এই বৈঠকে উভয় পক্ষই মূল ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করার সুযোগগুলি অনুসন্ধান করে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

বইমেলায় এক অচেনা বাঙালি গোয়েন্দা চরিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা বইমেলাতেই কত চরিত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে বইপ্রেমীদের হাতে হাতে। ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কাকাবাবু, পরাশর বর্মা, মিতিন মাসি কত সব নাম। তবে অচেনা এক গোয়েন্দ চরিত্রও এবার যোগ হয়েছে বইমেলায়। তিনি পৃথ্বিরাজ ব্যানার্জী। বাঙালি চরিত্র। এবারের বইমেলায় এই গোয়েন্দা চরিত্রকেই সামনে আনলেন অরিন্দম বসু। লিখ লেন 'দ্য ক্যালকাটা কোভেনান্ট'। লেখাটা তাঁর কাছে প্যাশন। ক্রিকেটবিষয়ক নানা কাজ করেন। আবার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। জার্নালিস্ট। ডিরেকশনও দিতে দেখা যায় অরিন্দমকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে লেখার কাজ। যেখানে সংসারের সময়ে ভাগ বসালেও পূর্ণ সমর্থন করেন তাঁর স্ত্রী দোলন দাস ভৌমিক। দ্য ক্যালকাটা কোভেনান্ট-এ জমজমাটি থ্রিলার গল্পই লিখেছেন অরিন্দম বসু। এই নিয়ে তাঁর এটা পঞ্চম বই। যা প্রকাশিত হল বইমেলা প্রাঙ্গনে। লেখক অরিন্দম বসু কীভাবে শুরু করলেন পৃথ্বীরাজের চরিত্র? তা নিয়ে বলেছেন, 'একদিন বাগান পরিচর্যা করতে করতেই ভাবনা আসে। স্ত্রী দোলনের সঙ্গে তা নিয়ে গল্পও শুরু হয়। এরপরই দোলনের অনুরোধে গল্প লেখার কাজ শুরু'। তিনি আরও বলেন, 'পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জী পেশায় অবশ্য গোয়েন্দা চরিত্র নন। কিন্তু রহস্য উন্মোচনে সিদ্ধহস্ত'। দোলন দাস ভৌমিক বলেন, 'সবসময় পাশে থেকেছি অরিন্দমের। কারণ আমি জানি ও পড়তে ভালবাসে, লিখতে ভালবাসে, গল্প করতে ভালবাসে। যখনই ব্যস্ততা কাটিয়ে সময় পেয়েছে, তখনই বই লেখার কাজে হাত দিয়েছে অরিন্দম'। বইমেলায় উদ্বোধনে এসেছিলেন অভিনেতা সপ্তর্ষি মৌলিক। তিনি বলেন, 'একজন মানুষ চেষ্টা করছে এটাই অনেক বড় ব্যাপার। অরিন্দমদা সত্যি ব্যস্ত মানুষ। এরমধ্যেও সময় বের করে বই লিখেছে এরজন্য শুভেচ্ছা জানাতেই হয়। বইটাও অবশ্যই পড়বো'। বইটি প্রকাশিত হয়েছে আদ্যন্ত ইংরাজিতে। তবে যেহেতু বাঙালি চরিত্র, গ্লোবাল হলেও বাংলার ছোঁয়া রয়েছে তাই বাংলাতেও করার কাজে হাত দিয়েছেন সৈকত মজুমদার। এরমধ্যেই সেই বইয়েরও কাজ অনেকদূরই এগিয়েছে বলে জানান সৈকত মজুমদার। এদিন বইমেলায় 'দ্য ক্যালকাটা কোভেনান্ট' বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈকত মজুমদার, লেখক অরিন্দম বসু, অভিনেতা সপ্তর্ষি মৌলিক-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

হস্তশিল্প মেলা ঘুরে দেখলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ হয়েছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। বৃহস্পতিবার সেই অনুষ্ঠানের পর নিউ টাউনের সিটি স্কোয়্যার গ্রাউন্ডের হস্ত শিল্প মেলা ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনিক শীর্ষ নেতৃত্বরা। মেলার প্রতিটি দোকান পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেন তিনি। সেইসঙ্গে একাধিক দোকানের মালিকের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। সম্মেলনস্থলের পাশেই বাংলার বিভিন্ন শিল্প কলা নিয়ে হস্তশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ৫০টিরও বেশি স্টল রয়েছে সেখানে। তাঁতের শাড়ি থেকে বেতের ঝুড়ি, কী নেই সেখানে! মেলায় প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে বেতের বোনা ঝুড়ি এবং ইলেকট্রিকের একটি হ্যারিকেনও কেনেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এভাবে আরও ভাল ভাল জিনিস তৈরির জন্য হস্তশিল্পীদের উৎসাহ দিতেও দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিন হস্তশিল্প মেলায় গিয়ে শাড়ি থেকে শুরু করে মাদুর প্রতিটি দোকানে যান মুখ্যমন্ত্রী। কখনও শাড়ির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন শাড়ির দাম কত? আবার কখনও মালিকদের থেকে জানতে চেয়েছেন এই শাড়ি বানাতে কত সময় লেগেছে? শুধু তাই নয় মাদুর দোকানে গিয়েও দাম জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে মেলায় থাকা দোকানে শালের কাজ দেখে প্রশংসা করেছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। একথায় বলা যায়, মেলায় একেবারে খোস মেজাজে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, প্রতিবছরের মত এবারেও শুরু হয়ে গেল হস্তশিল্প মেলা ২০২৫ । তবে এই বছর ইকো পার্কের জায়গায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ টাউনের সিটি স্কয়ার গ্রাউন্ডে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সুন্দর সুন্দর জিনিসের সম্ভার নিয়ে নানান প্রান্ত থেকে বিক্রেতারা চলে এসেছে এই মেলায়। আর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে খিদের স্বাদ মেটাতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফুড পার্কও রয়েছে যেখানে নানান রকম সুস্বাদু খাবার পাওয়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে আছে পার্কিংয়ের সুবিধাও।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ২৪ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার

এয়ারপোর্ট সম্প্রসারণ নিয়ে রাজ্যকে বিঁধলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-এর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এবার দেশ বিদেশ থেকে এসেছেন শিল্পোদ্যোগীরা। খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় দিনে জানিয়েছেন, এবারের বাণিজ্য সম্মেলনে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য এসেছে। এসবের মধ্যেই বিস্ফোরক উক্তি করতে শোনা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে।

শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নিজস্ব এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'বাংলার এই বিমানবন্দরগুলি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আওতায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, বাগডোগরা, বেহালা, কোচবিহার, মালদা (রাজ্য সরকারের লিজে), বালুরঘাট (রাজ্য সরকারের লিজে), আসানসোল, দুর্গাপুর(অন্ডাল), হাসিমারা ও কলাইকুন্ডাতে নতুন সিভিল এনক্লেভ তৈরির প্রস্তাব রয়েছে।'

প্রথমত অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে বার বার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য জমি চাওয়া হয়েছে। সেকারণে একটি মসজিদকে সরাতে হবে। মাজারের কাছে একটা প্রাচীর তৈরি করতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও জবাব দেয় না। দ্বিতীয়ত প্রাক্তন সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বার বার চিঠি লিখেছিলেন। কলকাতার পাশাপাশি একটি দ্বিতীয় বিমানবন্দর তৈরির জন্য। সেখানেও ইতিবাচক কোনও সাড়া মেলেনি। এই সব কটি বিমানবন্দরেই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সমস্যা মেটাতে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা নেয় না। আমি আশা করব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত বিনিয়োগকারীদের ও অন্যান্য অতিথিদের এই আশ্বাস দেবেন যে তাঁর সরকার জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাবেন যাতে আকাশপথে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। যেটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দিতে চায়। এর মাধ্যমে শিল্পায়নের উদ্যোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।' এমনটাই লিখেছেন শুভেন্দু। সেই সঙ্গেই তিনি একাধিক নথিও তুলে ধরেছেন।শুভেন্দু একাধিক নজির তুলে ধরে দাবি করেছেন বিমানবন্দরগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় হল জমি। কিন্তু বার বার বলেও জমি সংক্রান্ত সমস্যা মেটাচ্ছে না রাজ্য সরকার। এদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য শিল্পোদ্যোগীদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এবারের বিজিবিএসে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। মমতা তাঁদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এবার বিজিবিএসের মঞ্চেও এই উড়ানের প্রসঙ্গ উঠেছিল। মমতা জানিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে যাতে ইউরোপ পর্যন্ত সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালু করা হয়, সেজন্য টাটার মালিকাধীন এয়ার ইন্ডিয়া, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এবং জার্মানির লুফথানসাকে অনুরোধ করেছেন। এমনকী টাটা গ্রুপের থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াও মিলেছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে 'অনেক কিছু' করতে চান বলে আশ্বাস দিয়েছেন টাটা সনসের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন।

শুধু এয়ারপোর্ট নিয়েই নয়, এই একই অভিযোগ রেল এবং মেট্রোর ক্ষেত্রেও তুলে ধরেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রেলের বহু প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে অথবা ধীর গতিতে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। একই ছবি কলকাতা মেট্রোর ক্ষেত্রেও। আটকে রয়েছে নিউ ব্যারাকপুর-থেকে বারাসতের কাজ। এর দৈর্ঘ্য ৭.৫ কিলোমিটার। ঠিক একই ভাবে আটকে বরানগর-ব্যারাকপুর, স্টলেক সেক্টর ফাইভ- হলদিরামের কাজও। আর জমি অধিগ্রহণের সমস্যায় আটকে খিদিরপুর স্টেশনের কাজও। ট্র্যাফিক ডাইভার্শনের অনুমতি না মেলায় আটকে বেলেঘাটা থেকে বিমানবন্দরের কাজ।

অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার্থীদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট না মেলায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দিকেই উঠেছে অভিযোগের আঙুল। এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল মিলিয়ে অন্তত ৫০ জন অ্যাডমিট কার্ড পাননি। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই যাতে অ্যাডমিট পাওয়া যায়, সেই দাবি জানানো হয়েছিল আদালতে। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার পোর্টাল খোলার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডমিট সংক্রান্ত একাধিক মামলা হয়েছে গত কয়েকদিনে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এখনও পর্যন্ত যে সব মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট কার্ড পায়নি, তাদের জন্য অবিলম্বে অ্যাডমিটের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন বিচারপতি বসু। হাইকোর্টের আরও নির্দেশ, এছাড়া আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি মধ্যে পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে অ্যাডমিট কার্ড। যার সমস্ত খরচ বহন করবে স্কুল। এদিনের শুনানিতে বোর্ডের আইনজীবী কোয়েলি ভট্টাচার্য জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ আপলোড হওয়ার পর তারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টা জানাবে। যাদের অ্যাডমিট কার্ডে ভুল রয়েছে, সেগুলো সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বোর্ডের অফিসে নিয়ে গিয়ে ঠিক করাতে পারবেন।

হুগলির বেলমুড়ি স্কুলের এক মামলাকারীর অভিযোগ, তাঁর মেয়ের নামে অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু না করে বোর্ড একই নামের অন্য এক পরীক্ষার্থীর নামে অ্যাডমিট কার্ড দিয়েছে। যার নামে অ্যাডমিট এসেছে, সে টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। এরকমই একাধিক মামলা হয়েছিল আদালতে। একাধিক স্কুলের অভিযোগ, স্কুলের প্রায় ২০০-২৫০ ছাত্র-ছাত্রীর নাম নথিভুক্ত করার জন্য একজন মাত্র কর্মী রয়েছেন, তাই কোথাও ভুল হয়ে থাকতেই পারে। এছাড়া অভিযোগ উঠেছে, অনেক স্কুলের ভুলে অ্যাডমিট পায়নি পড়ুয়ারা। সেই সব স্কুলগুলিকে ১০,০০০ টাকা করে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশও দেন বিচারপতি বসু।

হাইকোর্টের নজরদারিতে চলবে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নজরদারিতে চলবে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির বিচার প্রক্রিয়া, এমনটাই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। সঙ্গে তিনি এও জানান, 'সঠিক পদ্ধতি মেনে বিচার প্রক্রিয়া করতে গিয়ে যাতে বিচারপ্রক্রিয়াই বিলম্বিত না হয়, সেটা আমরা দেখব।' পাশাপাশি বিচারপতি এও জানান, সিবিআইয়ের আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। প্রয়োজনীয় নথি হাতে পাওয়ার পর থেকে চার্জগঠন এবং ডিসচার্জ পিটিশনের জন্য একটা গ্রহণযোগ্য সময় দিতে হবে অভিযুক্তদের। তবে বিচারপতি এও জানিয়ে দেন, ১ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্তরা নথি হাতে পেয়েছেন, আর ৪ ফেব্রুয়ারি চার্জগঠন। সেক্ষেত্রে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে বড় সমস্যায় সন্দীপ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এদিন এও মনে করিয়ে দেন, 'ন্যায়বিচার দ্রুত করতে গেলে ন্যায়বিচার নাও হতে পারে।' এদিকে আদালত সূত্রে খবর,আরজি করের দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সন্দীপ ঘোষ, সুমন হাজরা , আশিস পাণ্ডের দায়ের করা মামলার শুনানি শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায়।

উল্লেখ্য, আরজি কর দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সিঙ্গল বেঞ্চে আগেই ধাক্কা খেয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। এখন ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রথমে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনেন আরজি করেরই নন মেডিক্যাল প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। অভয়ার ধর্ষণ খুন কাণ্ডের পর সেই অভিযোগ আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে আসে একের পর এক ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগ। চিকিৎসার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে টেন্ডার দুর্নীতি, এমনকি মর্গে ডেড বডি নিয়েও দুর্নীতি, বর্জ্য পাচারেরও অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় গ্রেপ্তার হন সন্দীপ ঘোষ। সঙ্গে গ্রেপ্তার হন সুমন হাজরা, আফসার আলি, বিপ্লব সিংহরাও।

রাজ্যে স্যালাইন বানানো হয় কি না প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিঙ্গার ল্যাকটেটের স্যালাইনে কোনও সমস্যা নেই। কলকাতা হাইকোর্টে ল্যাব রিপোর্ট পেশ করে স্যালাইনে ক্লিনচিট দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই স্যালাইন সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি আগেই স্যালাইন মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল। এদিন সেই ল্যাব রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য। প্রধান বিচারপতিকে ল্যাব রিপোর্ট দিয়ে ওই স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে রাজ্য। রাজ্যের দাবি, প্রসূতি মৃত্যুতে স্যালাইনের নমুনায় কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। রিপোর্টে রাজ্য আরও জানায়, মৃত প্রসূতির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। চাকরি দেওয়া হয়েছে স্যালাইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেও।

এদিকে মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে জানতে চান, 'কীভাবে এই ঘটনা ঘটল?' ওই সংস্থা তখন জানায়, রাজ্যের স্যালাইন কেন্দ্রীয় ল্যাবে পাঠানোর পরেও ক্লিনচিট এসেছে। স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার দাবি, স্যালাইন রাজ্যে পৌঁছে যাওয়ার পর তাদের আর কিছু করার থাকে না। এরপর রাজ্যকে কিছু গাইডলাইন মানতে হয়। রাজ্যের তরফে এজি কিশোর দত্ত জানান, 'রিপোর্টে রাজ্যও একই কথা উল্লেখ করেছে। স্যালাইনে সমস্যা ছিল না।' এরপরই প্রধান বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, 'আপনারা কি নিজেদের স্যালাইন ব্যবহার করতে পারেন না? এমন ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে কত খরচ হতে পারে? আদৌ কি কোন ওষুধ কোম্পানি আছে এ রাজ্যে?' প্রত্যুত্তরে এজি জানান, এ বিষয় জেনে তবেই বলতে পারবেন।

নৈহাটিতে ঘরবাড়ি ভাঙচুর, বিজেপি কর্মীরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ৩১ জানুয়ারি তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব খুনের ঘটনার পর তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল নৈহাটিতে। বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ঘটনার মোড় ঘোরাতে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও ভাঙচুরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ভাঙচুর হওয়া ঘরবাড়ি পুনরায় তৈরিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। তাই তথ্য সংগ্রহ করে এবার তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, খুনের ঘটনার দু'দিন আগে সন্তোষ যাদব মারধোর করেছিল। সেদিন একদল মহিলা সন্তোষ যাদবের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল। পুলিশ পদক্ষেপ নেবার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেয়নি। তার ফলেই এই ঘটনা। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের উপস্থিতিতে ২২ জন দলীয় কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হল। সিং ভবনে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগানো হল। অথচ পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিল না। এমনকি ভাঙচুর হওয়া ঘরবাড়ি নতুন করে তৈরিতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। তাই তাঁরা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের দাবি জানিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছেন। প্রসঙ্গত, পুলিশ কমিশনার বদলের পরও খুনের ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্য এখন পুলিশের তেমন পরিকাঠামো নেই। পুলিশ বিক্রি হয়ে গেছে। পয়সার জন্য পুলিশ তাবেদারি করছেন। তাবেদারি করার জন্য পুলিশের ওপর মানুষের আস্থা নেই। তাই মানুষ প্রতিরোধের জন্য নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছেন।' প্রাক্তন সাংসদের সংযোজন, ২০২১ সালে রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিয়েছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ওই রিপোর্টে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছিল, বাংলায় আইনের শাসন নেই। এখানে শাসকের আইন চলছে। পাশাপাশি ওই রিপোর্টে হিংসার নায়ক হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসকদলের দুই নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও পার্থ ভৌমিকের নাম উঠে এসেছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ফের ২০২৫ সালে। একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর করা হল। যদিও নৈহাটির দুই দুষ্কৃতীর লড়াইয়ের জেরে খুনের ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, ইঁট দিয়ে থেঁতলে খুন হচ্ছে। তথাপি সেই ঘটনায় বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দলীয় কার্যকর্তা ও কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর করা হল। অথচ পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপই নিল না।

ট্যাংরার বহুতল হেলার ঘটনায় ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ট্যাংরায় বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় আগেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি ওই বহুতলের প্রোমোটার। এবার এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল আরও একজনকে। সাদা হেলে পড়া নির্মীয়মাণ বহুতলের প্রোমোটার সুরজিৎ মান্নাকে এবার ধরল পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুতল হেলে পড়ার পর পরই চম্পট দেন সুরজিৎ। টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় ছেলের কাছে এসেছিলেন তিনি। ক্রিস্টোফার রোডে ছেলের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার হন সুরজিৎ মান্না। বহুতল হেলে পড়ার ঘটনার ১২ দিন পর অভিযুক্ত প্রোমোটার রজত লি-কে ধরেছিল কলকাতা পুলিশ। আগেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। এবার জালে সাদা বাড়ির প্রোমোটার। গত ২২ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে ট্যাংরা এলাকার ক্রিস্টোফার রোডের একটি নির্মীয়মাণ বহুতল পাশের বহুতলের দিকে হেলে পড়ে। গত বছরই বহুতলটির নির্মাণকাজ শুরু করেছিল প্রোমোটিং সংস্থা। সেই প্রোমোটিং সংস্থারই কর্ণধার ছিলেন রজত। অল্প দিনেই পাঁচতলার এই বহুতল আবাসনটি প্রায় তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু নির্মাণকাজ চলাকালীনই তা হেলে পড়ায় আতঙ্ক ছড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুরসভা। ওই বহুতল ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু গত সপ্তাহে ওই বহুতল ভাঙতে গিয়ে বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন পুরকর্মীরা।

ছুটি মেলেনি, সহকর্মীদের ছুরি নিয়ে আক্রমণ সরকারি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের রাস্তায় হাঁটছেন এক ব্যক্তি। স্ফীত চেহারা। টাক মাথা। রাস্তা দিয়ে চলেছেন। হাতে ধারাল ছুরি। নিজেই বলছেন, 'একদম এগোবেন না, চালিয়ে দেব।' আর এই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই অভিযোগ, ছুটি নিয়ে বিবাদের জেরে ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকজন পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীকে আঘাত করেছেন।

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি কারিগরি ভবনের কর্মী। রক্তমাখা ছুরি নিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘুরছেন তিনি। অভিযোগ, ছুটি নিয়ে বিবাদের জেরে তিন সহকর্মীর উপর হামলা চালিয়েছেন কারিগরি ভবনের ওই কর্মী। শুধু তাই নয়, তারপর কয়েকজন পুলিশের নিরাপত্তা রক্ষী কর্মীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলেন বলেও অভিযোগ। এরপর রক্তাক্ত ছুরি হাতেই বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়।

খবর জানাজানি হতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া তুলতে এগিয়ে যান সাংবাদিকরা। তবে কেউ কাছে যেতে পারেননি। তবে সাংবাদিকরা ঘটনা সম্পর্কে ফুট কাটতে পাল্টা হামলাকারী বলেন, 'আমার মাথা ঠান্ডাই ছিল।' এরপরই তিনি বলেন, 'কাছে আসবেন না একদম।' তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি মানসিক সমস্যা রয়েছে। পরে পুলিশ জেরা করার পর জানতে পেরেছে, বৃদ্ধা মা অসুস্থ থাকায় ছুটি নিতে চেয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু সেই ছুটি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ অমিত চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তির। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ের চিকিৎসা চলছে। সেই সংক্রান্ত বিলও আটকে রাখা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ওই মেডিক্যাল বিল আটকে রেখেছে। তিন মাস তিনি যাতে কোনও রকম বেতন না পান, সেই সমস্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে মনোবিদ অনন্যা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'এখন প্রচণ্ড পরিমাণে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। মানুষের মধ্যে এখন একটা ব্যাপার তৈরি হচ্ছে, আমার এটা এখনই চাই। এখনই লাগবে। তার থেকেই এই ঘটনা বাড়ছে।'

নৈহাটিতে খুনে ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে নৈহাটিতে খুন হন তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ইঁট দিয়ে থেঁতলে সন্তোষকে খুন করা হয়েছে। সেই খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ অক্ষয় গোন্ড নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। যদিও মৃতের পরিবারের তরফে থানায় আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজেশ সাউ এখনও অধরা। ওই খুনের ঘটনায় পুলিশ রঞ্জিত সাউ নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, খুনের ঘটনার পর তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় নৈহাটির গৌরীপুরে। বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দলীয় কার্যকর্তা ও দলীয় কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, ২২টি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট করা হয়েছে। দলীয় কার্যালয় সিং ভবনে তান্ডব চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ ভাঙচুরে অভিযুক্ত কাউকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। উল্টে সিং ভবনের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

প্রতিবাদী মহিলাদের 'হেনস্থা' কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: গেট লাগিয়ে রাস্তা বন্ধের প্রতিবাদ করায় মহিলাদের হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল শাসকদলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের পুলিশ আবাসনের ঘটনা। অভিযোগ, আচমকা পুলিশ আবাসনের মধ্য দিয়ে যাবার রাস্তার দু'দিকে গেট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকায়দায় পড়েছেন স্থানীয়রা। রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকদিন আগে এলাকার দুই মহিলা সরব হয়েছিলেন। অভিযোগ, প্রতিবাদী মহিলাদের স্থানীয় পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সদস্য আশিষ চক্রবর্তী ও তাঁর অনুগামীদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। বচসার সময় প্রতিবাদী দুই মহিলার মোবাইলও থাবা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। যদিও তুমুল বচসার সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই হুমকির মুখে পড়তে হয় দুই মহিলাকে বলে অভিযোগ। দুই প্রতিবাদী মহিলাকে হেনস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে সোচ্চার হয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়রা জানান, বহু বছর ধরে তাঁরা ওই আবাসনের মধ্যে থাকা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছেন। আচমকা গেট লাগিয়ে যাতায়াতের পথ আটকে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর অ্যামাজন ইন্ডিয়ার

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতায় ৮ম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে অ্যামাজন ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করল। এই মউ স্বাক্ষরের লক্ষ্য রাজ্যের রপ্তানি ও উদ্যোক্তাদের বিকাশ ঘটানো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে, অ্যামাজন রাজ্যের মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজগুলিকে তাদের গ্লোবাল সেলিং প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ দেবে এবং অন্তর্ভুক্ত করবে, যাতে তারা 'মেড ইন ইন্ডিয়া' পণ্য ২০০-রও বেশি দেশ ও অঞ্চলের গ্রাহকদের কাছে রপ্তানি করতে পারে।

এদিনের এই মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পাণ্ডে জানান, 'আমাদের প্রধান যে লক্ষ্যগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি হল ছোট ব্যবসাগুলোর ডিজিটাল রূপান্তর এবং রাজ্য থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি। আমাদের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অ্যামাজনের এই উদ্যোগের জন্য তাদের প্রশংসা জানাই। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষাধিক উদ্যোক্তার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার অ্যামাজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের উদ্যোগ তাদের ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করবে এবং রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'

এর পাশাপাশি অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর গ্লোবাল ট্রেড ভূপেন ওয়াকাঙ্কর জানান, 'প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতগতিতে পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতের এমএসএমইদের জন্য রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ই-কমার্স-এর মাধ্যমে রপ্তানির প্রসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি সংখ্যক ব্যবসা খুব সহজেই আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছতে পারছে। অ্যামাজনে, আমরা এই বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মুখ্যমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি, যাতে রাজ্যের এমএসএমই ও উদ্যোক্তারা শক্তিশালী গ্লোবাল ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে পারেন। আমাদের এই প্রচেষ্টা ভারতের ই-কমার্স রপ্তানি বাড়ানোর বৃহত্তর লক্ষ্যকে সমর্থন করে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য রয়েছে।'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগে অ্যামাজন গ্লোবাল সেলিং ভারতীয় ছোট ও মাঝারি ব্যবসার জন্য বিশ্বের বাজারে প্রবেশ অনেক সহজসাধ্য করে তুলতে চাইছে যাতে তারা যে কোনও জায়গা থেকে নিজেদের ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে পারে এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে, দেশীয় ব্যবসাগুলি প্রথম দিন থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং অ্যামাজনের শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ও গ্লোবাল উপস্থিতির সুবিধা নিয়ে দ্রুত স্কেল করতে পারে ও দীর্ঘমেয়াদী রপ্তানি ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে, ভারতের দেড় লক্ষেরও বেশি রপ্তানিকারক এই প্রোগ্রামের অংশ, যারা ইতিমধ্যেই ১৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্মিলিত রপ্তানি করেছে। তাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যবসা ই-কমার্স রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছে।

সম্পাদকীয়

শ্রমিক-সুরক্ষায় অবহেলার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন অতি আবশ্যিক

চার বছর আগে কলকাতার কুঁদঘাটে একটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে পর পর সাত জন শ্রমিক তলিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু নালা-নর্দমা সাফ করতে শ্রমিকের ব্যবহারে কোনও ছেদ পড়েনি। সেপটিক ট্যাঙ্ক বা নিকাশি নালা পরিষ্কার করার জন্য মানুষকে ব্যবহার করা যাবে না, এই আইন ২০১৩ সালেই পাশ হয়েছে। তার পরেও ওই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল অপ্রতিহত। ২০১৯ সালে মৃত্যু হয় ১১৭ জনের। ২০২৩ সালের মার্চ-এপ্রিলে গুজরাতে আট জন, মে মাসে উত্তরপ্রদেশে আট জন এবং দিল্লিতে চার জন শ্রমিক মারা যান। এঁরা সকলেই প্রশিক্ষণহীন, সুরক্ষা-সরঞ্জামহীন অবস্থায় নীচে নেমেছিলেন। ২০১৬-২০২৩ সালের মধ্যে তিনশোরও বেশি শ্রমিক প্রাণ দিয়েছেন সরকারি হিসাবে, যদিও অসরকারি সূত্র অনুসারে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। এমন ঘটনার প্রতিরোধে সুপ্রিম কোর্ট শ্রমিক-সুরক্ষার জন্য বিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব বোঝাতে মানববর্জ্য অপসারণ বা নালা-নর্দমা সাফ করতে গিয়ে শ্রমিক-মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছে ত্রিশ লক্ষ টাকা। তবে কত জন শ্রমিক বাস্তবিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, সে আর এক তদন্তের বিষয়। সংবাদে প্রকাশ, কুঁদঘাটের দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতরা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। আইন অনুসারে, ঠিকাদারের অধীনে নিযুক্ত শ্রমিকের দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটলে মূল নিয়োগকারী তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে (এমপ্লয়িজ কমপেনসেশন অ্যাক্ট, ১৯২৩)। আদালতও মূল নিয়োগকারীর দায় মনে করিয়ে নানা রায় দিয়েছে। অতএব ঠিকাদারের উপর দায় চাপিয়ে পুরসভা বাঁচতে পারে না। ঠিকাদার শ্রমিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে কি না, আইন মেনে কাজ করছে কি না, তার নজরদারি পুরসভারই দায়িত্ব। দরিদ্র শ্রমিকের অসহায়তা, এবং আদালতের দীর্ঘসূত্রতার জন্য দায় এড়ানো সহজ হচ্ছে। তার খেসারত দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের, প্রাণের মূল্যে। শ্রমিক-সুরক্ষায় অবহেলার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে পরের দুর্ঘটনা কেবল কয়েক মাস, বা বছরের অপেক্ষা।

শব্দবাণ-১৮৪

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দিনের বেলায়, প্রকাশ্যে ৪. রিক্ত ৫. গভীর শোক বা দুঃখ ৭. তৎক্ষণাৎ ৯. পর্যুষিত, টাটকা নয় এমন ১১. জলক্রীড়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সূর্য ২. মোটা, স্থূলকায় ৩. ডোরাকাটা ৬. পদ্ম, কমল ৮. চৌকিদার ১০.আলেখ্য।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮৩

পাশাপাশি: ১. ভূপ্রদক্ষিণ ৩. বিকাশ ৫. জঙ্গল ৭. সরস ৮. খাপরা ১০. কানখড়কে ।

উপর-নীচ: ১. ভূমিকা ২. ক্ষিতিজরেখা ৩. বিরস ৪. শরসন্ধান ৬. লহরা ৯. পলকে।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রকাশ কারাত

১৯০৭ *বিশিষ্ট লেখক বিধায়ক চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৩৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুজিতকুমারের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ প্রকাশ কারাতের জন্মদিন।*

হাত দিয়ে কি হবে পদ্মের চাষ, আশায় গেরুয়া শিবির

তন্ময় সিংহ

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার তার মেয়াদ ফুরানোর আগেই দিল্লি নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন, অনেকটা দ্রুত কম সময়ের মধ্যে দিল্লির নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে বলে অভিমত বিরোধী দলগুলির। এরই পাশাপাশি রাজ্যগুলিতে ও বিশেষত মহারাষ্ট্রে এবং হরিয়ানাতে মরা গাঙ্গে জোয়ারে এনে চনমনে পদ্ম শিবির যে সুবিধা পেয়েছে দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা তে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা নেই। বুদ্ধিমান কেজরিওয়াল যদিও আগেই বুঝতে পেরে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকটা মমতা ব্যানার্জিকে অনুকরণ করে আইপ্যাক এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কিংবা মহিলা ভোটারদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিয়ে দিল্লির মহিলা মহলে একাধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন কেজরিওয়াল। দিল্লির প্রচন্ড শীতে ঘোর কুয়াশার মধ্যে লক্ষ্য স্থির করে প্রথম থেকেই সকল রাজনীতিক দল মহিলা ভোটারদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন স্কিম শুরু করে ভোঁতা করতে চেয়েছে কেজরিওয়াল কে।

তবে সবচেয়ে অবাক করা হলো দিল্লির ভোট ঘোষণা করার পর ভারতীয় গণতন্ত্রের বৃদ্ধ তম দলের আলমোড়া এত জলদি ভাঙ্গবে শীত ঘুম থেকে জেগে উঠবে। কেজরিওয়াল বিচ্ছেদ ঘোষণা করার পরে ভেবেছিলেন হয়তো কংগ্রেস থেকে দিল্লিতে লড়াই দেওয়ার মতন কোন শক্তি আর জেগে উঠবে না, দুই হাজার কুড়ি ভোট আরো কমে যাবে। সেইজন্য কংগ্রেসের দিল্লির বুকে বেঁচে থাকা বলিষ্ঠ অংশ টুকু কেও কেজরিওয়াল নিজের দিকে টেনেও নিচ্ছিলেন নিয়মিত অনেকটা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আদলে। সেই ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীর হঠাৎ ভোল পরিবর্তন করে বর্তমানে অনেকটা চনমনে দেখানোয় ভোট প্রচারের অন্তিম মুহূর্তে এসে হতবাক কেজরি শিবির।

শীলা দীক্ষিতের জমানার পর দিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন করে শক্তি পাওয়ার মত কিছু অবশিষ্ট নেই, এটা রাজনৈতিক মহলের প্রচলিত ধারণা। ভোটাররাও অবহিত এ সম্পর্কে, তবু তারপরেও দিল্লির বিভিন্ন বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রচারে যেভাবে সাড়া পড়ছে তাতে শূন্যের গেরো কাটবে এবার বলে কংগ্রেস শিবিরের আশা। বিরোধী বিজেপি প্রকারান্তরে কংগ্রেসের এই প্রচারের আড়ম্বরে মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে দিল্লির রাজনৈতিক আলোচনায়। আপ তো অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি অভিযোগও করছে। কিন্তু এরপরেও বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে থাকা মানুষদের কাছে আপের এক তরফা কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করা ও বিরোধী জোট ভেঙ্গে দেওয়া একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করছে বলে ওয়াকিবহাল মতের ধারণা। আপ সঙ্গ ত্যাগ করায়, রাহুল গান্ধীর শরণাপন্ন হয় দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস। তখনই সর্বোচ্চ নেতারা তথা কংগ্রেসের হাইকমান্ড নির্দেশ দেয় কোমর বেঁধে দিল্লিতে লড়াই করতে যাতে বিধানসভা ভোটে আপকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় একতরফা এই জোট বিচ্ছেদের। সেই থেকেই হাত এত শক্তভাবে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে থাকার চেষ্টা করছি। নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারবে না সেটা নিশ্চিত জেনেই কংগ্রেস কর্মীরা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে গদ্দারির ইনসাফ চেয়ে। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কিছু ভোট পেলেও বিধানসভা তে এই ভোট প্রায় তলানিতে বিগত নির্বাচন গুলিতে, এখন দেখার ভোট প্রচারে চনমনে কংগ্রেস কতটা সাড়া ফেলে বিধানসভা নির্বাচনে।

১৯৯৮ থেকে দিল্লির ক্ষমতায় টানা ১৫ বছর থাকার পর, কমনওয়েলথ গেমসের পরবর্তীতে আন্না হাজারের আন্দোলনের দুর্নীতি ইস্যুতে কোনঠাসা ২০১৩ থেকে ক্রমহ্রাসমান কংগ্রেস। ২০১৪ থেকে লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে সম্পূর্ণ সুইং করলেও বিধানসভা নির্বাচনে নতুন পার্টি হিসেবে আন্না হাজারের আন্দোলনের মাধ্যমে পরবর্তীকালে উঠে আসা অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে, ওই আন্দোলনের মুখ কিরণ বেদি বিজেপি হয়ে বর্তমানে অরাজনৈতিক সরকারি পদে। দিল্লি বিধানসভায় ২০০০ সালের ৪৮ পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসা কংগ্রেস ২০২০ তে কমতে কমতে পৌঁছে গেছে পৌঁছে গেছে শূন্য তে আর ৪.৩ পার্সেন্টে। ২০২৫ এর বিধানসভা নির্বাচনের রীতিমতো প্রদেশ রাজনীতির সর্বস্তরের নেতাদের ভোটের ময়দানে বার করার সাথে সাথে সাতটি গ্যারান্টি কার্ড নিয়ে ভোটারদের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে কংগ্রেস কর্মীরা। অন্যান্য দলের মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও নিচ্ছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের অন্যান্য বড় নেতারা সক্রিয়ভাবে ভোটের ময়দানে না নামলেও রাহুল গান্ধী প্রচারে এসে সরাসরি আক্রমণ করছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। লিকার দুর্নীতি নিয়ে সরাসরি আক্রমণে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সিস মহল কে বিঁধেছেন রাহুল গান্ধী।

আর কংগ্রেসের এই রনং দেহি মনোভাব দেখে বিরোধী দলের ভোট কাটাকাটির আশায় বুক বেঁধে দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখছে পদ্ম শিবির। প্রধানমন্ত্রী প্রচার করছেন, দলের সমস্ত নেতৃত্ব এমনকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্যদের এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বকর্মা কেউ মাঠে নামিয়েছে বিজেপি। সফলভাবে কুম্ভ আয়োজনের প্রচার চলছে, দিল্লির সর্বত্র এরই পাশাপাশি সংঘ পরিবার হাতে হাত মিলিয়ে নেমেছে ময়দানে। নির্বাচনী গ্যারান্টি তথা বেনিফিট ট্রান্সফারের প্রচার মানুষের দরজায় দরজায় করে চলেছে, অন্যান্য দলের মতনই ক্ষ্মরেউড়িক্ষ্ম র প্রচার করে চলেছেন বিজেপির সৈনিকেরা। তবু দিল্লির বুকে হর্ষবর্ধনের মতন নেতাকে সরানোর পর গুজরাট লবির হাতে এখনো বিকল্প মুখের অভাব অরবিন্দ কেজরিওয়াল কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অভিযোগ সত্ত্বেও ভোটের ময়দানে এগিয়ে রেখেছে। এই পটভূমিকায় তেড়ে ফুঁড়ে হাতের প্রচার ও দিল্লির বাজেটকে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রী পদে মুখের অভাবকে মেটাতে বদ্ধপরিকর পদ্ম শিবির। দুর্নীতির দায়ে আপের প্রধান দুই নেতাকে গ্রেপ্তারের পর দুর্নীতি খোঁচায় বিদ্ধ করছে পদ্ম শিবির আপ কে। আবার অন্যদিকে পুরানো নেতাদের জায়গা দিয়ে সংঘ কে পুরোপুরি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নামিয়ে দিয়েছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা বিজেপির দখলে থাকায় কর্মীর অভাব এমনিতেই নেই দিল্লি বিজেপির । রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রশাসনের দখল নিজেদের হাতে থাকায়, আপের কর্মী দলকে সাথে লড়াই তে টিকে থাকতে বিশেষ বল পেতে হচ্ছে না, গেরুয়া শিবির কে। বর্তমান দিনে প্রশাসন থাকলে যে কোন নির্বাচন ম্যানেজমেন্ট অনেকটাই পক্ষে হয়ে যায়, তবুও দিনের শেষে আপের বিধানসভা ভোটে অ্যাডভান্টেজ প্রায় ১৫ শতাংশ ভোটের। আপের হাত থেকে দিল্লির দখল নিতে গেরুয়া শিবির জানে কংগ্রেসকে কাটতে হবে আপের ভোটের একটা অংশ। প্রচারের শেষ লগ্নে চনমনে কংগ্রেসকে দেখে এবং মানুষের হাতের প্রতি আগ্রহ দেখে আশায় বুক বাঁধছেন পদ্ম শিবির । হাত দিয়ে ঝাঁটা সরিয়ে পদ্ম চাষ করতে বদ্ধপরিকর গেরুয়া শিবিরের কুশীলবরা।

প্রতিবাদী জাগ্রত চেতনা যেন জিইয়ে রাখে ন্যায়ের দাবি

মতিউর রহমান

আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার পর ছ'মাস কেটে গিয়েছে। অভিযুক্ত সঞ্জয়কে আদালত আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের এ রায়ে তিলোত্তমার পরিবারসহ নাগরিক সমাজ তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। নাগরিক সমাজের দাবি, অভিযুক্ত সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড, একই সঙ্গে এই ঘটনার নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হোক। আদালতের এই রায় শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় কিনা অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড হয় কিনা সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দেশের মানুষ। আদালতের এই যে রায় স্বল্প সময়ের মধ্যে সামনে এল তার পেছনে নাগরিক সমাজের তীব্র আন্দোলনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। শেষমেশ সুপ্রিম নির্দেশে নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা পূরণ হবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে গত বছর ৯ আগস্টের পর তিলোত্তমার ধর্ষণ ও হত্যা নিয়ে নাগরিক সমাজ যেভাবে পথে নেমেছিল, সোচ্চার প্রতিবাদে শামিল হয়ে একটা আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল তাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠিত এমন প্রবল প্রতিবাদ নজিরবিহীন , ঐতিহাসিক বললেও কম কিছু বলা হবে না। পথে নেমে হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদ শাসকের বুকে যে কাঁপন ধরিয়েছিল, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তব হল, একটা বা দুটি নয় ,প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে এরকম ন্যাক্কারজনক কান্ড। প্রতিটি ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ পথে নেমে আন্দোলন সংঘটিত করবে এমনটি সম্ভব নয়, প্রত্যাশিতও নয়। ঘটনা হচ্ছে , বহু ক্ষেত্রেই আদালতে রায় বিলম্বিত হয় এবং বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। বহু ক্ষেত্রে আক্রান্ত ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হন। সময়ের দাবি মেনে ক্ষেত্রবিশেষে নাগরিক সমাজ পথে নামে । তিলোত্তমার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে পথে নেমে ন্যায়ের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। তাদের জোরালো প্রতিবাদ রাষ্ট্রযন্ত্রকে সক্রিয় হতে বাধ্য করেছে। সব ভেদাভেদ, বৈষম্য ভুলে নাগরিক সমাজ শাসকের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করেছে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?' মানুষের প্রত্যাশা, আগামীতেও তারা ন্যায়ের দাবিতে পথে নামবে। আগামীতেও যেন জাগ্রত থাকে মানুষের প্রতিবাদী সত্তা, জাগ্রত প্রতিবাদ চেতনা যেন জিইয়ে রাখে ন্যায়ের দাবি।

গত বছর ৯ আগস্টের পর জনসমাজের মধ্যে তীব্র ক্রোধ ও অসন্তোষের জন্ম হয়েছিল। হৃদয়ের জোরালো টান , প্রবল প্রাণের স্পন্দন সংগঠিত করেছিল জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার ভিন্নতর রূপ। এই ভালোবাসা তথা প্রাণের টানে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে পথে নেমেছিল মানুষ। পথে নেমে তারা দাবি তুলেছিল, বিচার চাই — ন্যায় বিচার। তিলোত্তমার ন্যায়ের দাবি সব ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়েছিল মানুষকে। ভাষা, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, শ্রেণী সমস্ত ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে ঘটেছিল এক বৃহত্তর সামাজিক সত্তার প্রকাশ। সেই সামাজিক সত্তা আবার হয়তো নিজস্ব কোটরে ঢুকে যাবে। প্রাত্যহিকতায় পা মিলিয়ে আমরা আবার পথ চলব ঠিকই তবে তার মধ্যে থাকবে এক প্রবল আশাবাদ যে, আমরা জাগতে পারি, একসাথে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারি, ন্যায়ের সংঘবদ্ধ হতে পারি। আমাদের মনের মধ্যে চলতে থাকা সুখদুঃখ এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতারণার ক্ষত নিয়ে ক্ষোভ জমতে জমতে আমরা জেগে উঠতে পারি, প্রবল পরাক্রমী শক্তির বিরুদ্ধে ছুড়ে দিতে পারি শক্ত চ্যালেঞ্জ। তিলোত্তমা আমাদের পথ দেখিয়েছে, অন্ধকারেও আলোকময় সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

নিঃসন্দেহে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমাদের হাজারো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, চালিয়ে যেতে হয় যুদ্ধ। সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোকে একত্রিত করে সামগ্রিকতায় মিলিয়ে ন্যায়ের দাবিতে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাও একটা লড়াই বা যুদ্ধ। তিলোত্তমার ঘটনা আমাদেরকে সেই যুদ্ধের পথে নামিয়ে ছিল। এক তীব্র বঞ্চনা, হতাশা, রাগ-ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় এমন ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের আগুন যা এক সম্ভবনাময় আগামীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। সব জড়তা, জীর্ণতা, মূলিনতা মুছে, ভঙ্গুর ও পঙ্গু ব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে নবনির্মাণের পথ প্রশস্ত করে।

তিলোত্তমার ঘটনা আমাদের রাজ্যের যে সমাজচিত্র তাকে বদলে দিয়েছিল। খন্ড বিখণ্ড, ছিন্নভিন্ন মানব সত্তা সংঘবদ্ধ হয়ে এক নতুন উপলব্ধির জন্ম দিয়েছিল। মন্ত্রী, আমলা, বিচারক, পুলিশ বা মেডিকেল হাসপাতালের সুপার যারাই অন্যায়ের প্রশ্রয়দানকারী, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের দিকে তর্জনী তুলেছিল এ আন্দোলন । ন্যায়ের দাবি সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল মানুষকে। সমস্ত যন্ত্রণা, হতাশা এবং পরাজয়ের গ্লানিকে তুড়ি মেরে অন্যায়কারী ও তার পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল মানুষ, ভেঙে দিতে চেয়েছিল প্রবল পরাক্রমী শাসকের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অশুভ আঁতাত ও দুর্নীতিরকে। এই প্রতিবাদ আন্দোলনে পরিলক্ষিত হয়েছিল প্রবল প্রাণের স্পন্দন। সমসাময়িককালে এ এক জীবন্ত ইতিহাস। যা বেনজির বললেও ভুল কিছু বলা হবে না। একটি মেয়ে তাকে আমরা তিলোত্তমা বা অভয়া যে নামেই ডাকি না কেন, সে ছিল ডাক্তার। তার দ্বারা বহু মানুষ, আমাদের এই মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হতে পারতো। বহু মুমূর্ষু মানুষকে তিনি নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করতে পারতেন। এমন এক মানুষের জন্য আমাদের যে হৃদয়ের টান, অন্তরের ভালোবাসা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়গুলোতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আমরা প্রতিদিন নির্যাতিত হতে হতে, আমাদের মেয়ে-সন্তানেরা ধর্ষিত হতে হতে, প্রিয় হারানোর কান্না আর চোখের জল কোথাও মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে জন্ম নিয়েছিল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, আমরা সবাই হয়ে উঠেছিলাম আগুনপাখি, নির্যাতিতার প্রতিনিধি হয়ে পথে পথে মেলেছিলাম অগ্নি পালক!

আমাদের অস্তিত্বের জিয়নকাঠি যে আধারকে নিয়ে তা আমাদের দেহ। এই দেহ নিয়েও চলে গরিব আর ধনীর সংঘাত, বৈষম্য-বিভাজন। গরিব হলে তার দেহের কোন মূল্য থাকে না, পায়না কদর। আর তা ধনীর হলে মহামূল্যবান বলে বিবেচিত হয়, পায় নানা পরিষেবা, সেবা-মত্ন, সুযোগ-সুবিধা। এক্ষেত্রে শাসকের অবস্থান বঞ্চিতদের বিপরীতে, তারা থাকে সুবিধাবাদী ক্ষমতাবানদের পক্ষে। আমরা যদি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে দৃষ্টি দিই দেখবো, সেখানে বাঁসা বেধেছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দুর্বৃত্তরাজ ও শোষণ। সেখানে নিঃশব্দে ধ্বনিত হয় মানবিকতার ক্রন্দন। সেখানে রাজ করে অশুভ আঁতাত, শোষণযন্ত্র। সরকার সবসময় উচ্চবিত্ত তথা ব্যবসায়ীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ন্যায্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আমাদের রাজ্যে চলছে ব্যবসা। কিছু অসৎ ব্যবসায়ী, কতৃপক্ষ তথা শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিকিৎসা পরিষেবাকে শোষণের আঁতুড়ঘর করে তুলেছেন। কিছু চিকিৎসকের সীমাহীন অর্থলিপ্সার কারণে সেই শোষণযন্ত্র দিনকে দিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ব্যবহার করে যারা মুনাফা লাভের অসৎ উদ্যোগে শামিল হয়েছেন তারা সবসময় শাসককে তুষ্ট করে রাখার নীতি নিয়ে থাকেন। এছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈষম্যও প্রবল । উঁচু তলার কর্মী, চিকিৎসকরা নার্স বা নিচু স্তরের কর্মীদের লাঞ্চিত করেন , নানাভাবে তাদের দমিয়ে রাখেন। তারা অশালীন আচরণ ও নানা বৈষম্যের শিকার হন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষভাবে বললে হাসপাতালে যারা ঘুঘুর বাসা তৈরি করে ফেলেছেন তারা নানাভাবে মুনাফা বাড়িয়ে চলেন। কিছু উৎকোচ বা লাভের মুনাফা হয়তো শাসক বা তার অনুগামীদের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত নায্য পরিষেবা থেকে।

সত্যি কথা বলতে কি, এ রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় রয়েছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। এ অন্ধকারকে দূর করে আলোর সন্ধান দিতে কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর যে ইতিবাচক কার্যকরী ভূমিকা এক্ষেত্রে পালন করার কথা তারা তা পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যায়। শাসকের হাজারো ব্যর্থতাকে হাতিয়ার করে তারা সেভাবে পথে নামতে পারছে না। ফলে শাসকেরও ঘুম ভাঙছে না। মানুষের দুর্ভাগ্য, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে তীব্র কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলন চোখে পড়ছে না। এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তারা তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ বলা যেতেই পারে। তারা যেন ছত্রভঙ্গ, এলোমেলো। তাদের মধ্যে উৎসাহ বা উদ্দীপনার অভাব প্রকট। কিছুটা প্রতিবাদ করলেও বা পথে নামলেও তা ছিল ঝাঁঝহীন, ম্যাড়মেড়ে, মিনমেনে। তাদের এই প্রাণহীন দায়সারা প্রতিবাদের বহর দেখে সাধারণ মানুষ হয়তো ভেবেছিল, এদের দ্বারা হবে না, যা করতে হবে নিজেদেরকেই করতে হবে। হয়তো সে কারণেই সাধারণ মানুষ পথে নেমে তিলোত্তমার ন্যায়ের দাবীকে গণআন্দোলনে পরিণত করেছিল। গর্জে উঠেছিল রাজপথ, হাতে হাত রেখে হাজার হাজার মানুষ দুষ্কৃতিদের প্রশ্রয় দানের অভিযোগে শাসকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল। এমন সঙ্ঘবদ্ধ অরাজনৈতিক আন্দোলন সমসাময়িক কালে যে এক ইতিহাস হয়ে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ যেন হাতে হাত রাখার উৎসবে মেতেছিল। সব বৈষম্য বিভেদ ভুলে শুধু শহরের রাজপথ নয়, গ্রাম-গঞ্জের পথঘাটও তিলোত্তমার ন্যায়ের দাবিতে এক বিন্দুতে মিলে গিয়েছিল। এমন প্রতিবাদমুখর পশ্চিমবঙ্গকে ইদানিংকালে কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। পথে পথে জনপ্লাবন, ন্যায় ছিনিয়ে আনার উচ্চ নিনাদ, হাওয়ায় হাওয়ায় যেন ছড়িয়েছিল প্রতিজ্ঞা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ। স্থান, কাল, মাত্রা, ভূগোল, সামাজিক সীমা সবকিছুকে ছাপিয়ে এই আন্দোলন এক বৃহত্তর গণ আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, সামাজিক সত্তা এমন বৃহৎ পরিসরে সবসময় যে পথে নামাবে এমনটি হয়না। এটাও ঘটনা, নানা টানাপোড়েন, ব্যক্তি ও সমাজের ঘটনাপ্রবাহের কারণে অনেক সময় সামাজিক আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে তখন কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেক বেড়ে যায়।

তিলোত্তমা ন্যায় পাক, অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হোক — এটা সময়ের দাবি। একই সঙ্গে এ দাবিও করা অন্যায় হবে না যে, আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যে ঘুঘুর বাসা বাঁসা বেধেছে তা ভাঙতে হবে। আমাদের রাজ্যে সার্বিক উন্নয়নের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে জাগ্রত নাগরিক চেতনা দরকার। প্রয়োজনে মানুষকে আবারও পথে নামতে হবে। উৎকোচ বা ভাতা কখনোই প্রকৃত উন্নয়নের সূচক হতে পারে না — এটা সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে। সার্বিক প্রগতির পথ প্রশস্ত করতে নাগরিক সমাজকে নিতে হবে নির্ণায়ক ভূমিকা। দাবি উঠুক, হাসপাতালে আরও উন্নত হোক পরিষেবা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যেও যে বৈষম্য, দুর্নীতি ও শোষণের আঁতুড়ঘর তা ভেঙ্গে ফেলতে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যেও যে সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার নানা উপাদান রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সকল মানুষ যাতে ভালোভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পান সেদিকে শাসককে দৃষ্টি দিতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় অশুভ আঁতাতকে প্রতিহত করতে পারলে সেখানে দুষ্কৃতীরাজ্যের প্রকোপ কমবে, আর আরজি করের মত ঘৃণ্য ঘটনা কম ঘটবে। সে ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত, স্বচ্ছ, সুন্দর হবে; সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়বে। হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হলে আরজি করের মত ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রকোপ ও প্রবণতা কমবে।

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন চান সাধারণ মানুষ । একই সঙ্গে চান খাদ্য, পুষ্টি , শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই এগিয়ে যাক আমাদের রাজ্য। এক্ষেত্রে জাগ্রত জনমত তথা নাগরিক চেতনা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। আমরা চাই, আরজি কর ঘটনায় অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা। তার সঙ্গে জড়িত অন্যরাও উপযুক্ত শাস্তি পাক। তিলোত্তমার ঘটনা ঘুমিয়ে পড়া বাঙালির প্রতিবাদ চেতনায় নব জোয়ার এনে দিয়েছে। দিয়েছে এক অন্য মাত্রা। বাঙালি সত্তার ঘুম ভাঙিয়েছে এঘটনা। তিলোত্তমা কান্ড যে এক একতা ও সংহতির বার্তা দিয়েছে তা যেন আগামীতেও অব্যহত থাকে। হাতে হাত রেখে শুধু এ বঙ্গের মানুষ নয়, দেশ ও বিশ্বের সাথে জাগ্রত হল বাঙালি সত্তা। হৃদয় বীণার তারে ঝংকৃত হল ঘুমিয়ে পড়া প্রতিবাদের অঙ্গার। এ এক অত্যন্ত ইতিবাচক সামাজিক বার্তা। নব প্রাণের স্পন্দনে জাগরিত জনতা আগামীতেও পথে নামুক, ছিনিয়ে আনুক ন্যায় , মিছিলের ডালাপালায় ছড়িয়ে পড়ুক নাগরিক চেতনা। আরজি করের স্ফুলিঙ্গে জ্বালানো আগুন ধীরে ধীরে নিভে যাবে — এটা স্বাভাবিক। তবে নিয়ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে সব অন্যায় অত্যাচার অবিচার শোষণ বর্বরতা বৈষম্য চলছে তার বিরুদ্ধে মানুষকে, নাগরিক সমাজকে সচেতন থাকতে হবে। বর্তমানের মত আগামীতেও প্রতিবাদী জাগ্রত চেতনা যেন জিইয়ে রাখে ন্যায়ের দাবি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে আগামীতেও যাতে আমরা পথে নামতে পারি, উজ্জীবিত প্রাণের জোয়ারে কাঁপিয়ে দিতে পারি রাজপথ তা সুনিশ্চিত করতে হবে। হৃদয়ের টানে, প্রাণের স্পন্দনে বেঁচে থাকুক ন্যায়ের জিয়নকাঠি। তিলোত্তমার মত আর কোনো কুসুম জীবনবৃক্ষ থেকে ঝরে না যায়। আমরা আর দেখতে চাই না — কান্না-হাহাকার আর সব হারানোর শোক। আমরা দেখতে চাই, ফুল ফোটা নতুন ভোর। শুভ্রতা, শুদ্ধতায় জেগে উঠুক জগত-সংসার। ফুলেল আলোয় বানভাসি হোক বিশ্ব!

জলবাহিত রোগে আক্রান্ত ৪০, কাঁকসার গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মলানদিঘি পঞ্চায়েতের আকন্দরা গ্রামে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত ৪০ জন।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরের পর থেকে একের পর এক মানুষের পেটে ব্যাথা, বমি, পায়খানা হতে শুরু করে। এই সমস্ত উপসর্গ নিয়ে রাত থেকেই একের পর এক রুগী হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ৪০ জন আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। যার মধ্যে ২৫ জনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল সহ কাঁকসার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। বাকি ১৫ জন আক্রান্তের বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামে মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে নজরদারি।

এই বিষয়ে মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বরূপ চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, তাঁদের অনুমান টিউবওয়েলের জল থেকেই গোটা গ্রামের মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত টিউবওয়েল ও পুকুরের জল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রামে ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পানীয় জলের সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। কেউ নতুন করে আক্রান্ত হলে অ্যাম্বুল্যান্স রেডি করে রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি ব্লক অধিকর্তাকেও জানানো হয়েছে।

গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার দুপুর থেকেই হঠাৎ করে পেটে খিঁচুনি ধরতে থাকে অনেকেরই। তারপরেই শুরু হয় বমি-পায়খানা। বাউড়ি পাড়া ও বাগদি পাড়ায় বেশি সংখ্যায় মানুষ আক্রান্ত। সকলকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত; গত কয়েকমাস আগেই একই পঞ্চায়েতের অধীনে অন্য একটি গ্রামে একই ভাবে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় বহু মানুষ। যার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। প্রশাসন একই ভাবে তৎপরতার সাথে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বার বার একই এলাকায় জলবাহিত রোগ দেখা দেওয়ায় চিন্তায় পড়েছে প্রশাসন। বারবার একই এলাকায় জলের জন্য ডায়েরিয়ার প্রকোপ বাড়তে থাকায় প্রশ্ন উঠেছে,তা হলে কি ওই এলাকায় জলের কোনও সমস্যা রয়েছে!

ষষ্ঠ বার্ষিক জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত লাউদোহা ফুটবল গ্রাউন্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পশ্চিম বর্ধমান জেলা ষষ্ঠ বার্ষিক জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার লাউদোহা ফুটবল গ্রাউন্ডে। মশাল জ্বালিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি শুভ উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পোন্নাবালাম এস ও পাণ্ডবেশ্বরের বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মূলত আসানসোল মহকুমা ও দুর্গাপুর মহকুমা মিলিয়ে এই জেলাস্তরের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ১৫টি চক্র নিয়ে এই জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৪ টি ইভেন্টে, অ্যাথলেটিক্স, জিমন্যাস্টিক, যোগাসন সহ এই তিন বিভাগে ১৮৭ জন প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রী নিয়ে আজ থেকে শুরু হল দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খেলার মাঠ এক অনন্য রূপ ধারণ করে।

এছাড়াও ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য ঘোড়া দৌড়, ম্যাজিক শো সহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছিল। আগামিকাল পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি সমাপ্তি ঘটবে। জেলাশাসক বলেন, এই লাউদোহা মাঠের পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে কোন রাজ্য স্তরে খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, মাঠের পরিবেশ ও পরিচালন নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন মাননীয় জেলাশাসক মহাশয়। অন্যদিকে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, পাণ্ডবেশ্বর মানেই সব সময় এক অনন্য চিন্তাভাবনা। তাই পাণ্ডবেশ্বর এ খেলাতে নতুনত্ব থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং আগামী দিনে এই জেলার ক্রিড়া প্রতিযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় ও রাজ্যস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাভাবনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সিউড়ি সিধু কানু মঞ্চে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও জাতীয় আয়ুষ মিশনের সহযোগিতায় বীরভূম জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের উদ্যোগে শুরু হল দু'দিনব্যাপী 'আয়ুষ মেলা'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শ্যামপুরে পুতুল ঘর দেখতে কচিকাঁচাদের ভিড়

মনোজ চক্রবর্তী ● শ্যামপুর

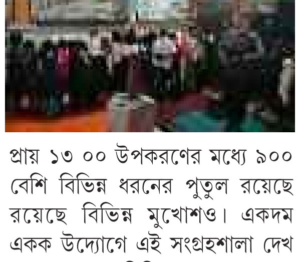

হাওড়ার শ্যামপুরের কালীদহ একটি প্রাচীন জনপদ। ঐতিহাসিকদের মতে রূপনারায়ণ নদের তীরে এই এলাকায় সুদূর অতীতে ছিল একটি বিশালাকার জলাশয়। যাকে স্থানীয় ভাষায় 'দহ' বলা হয়। শ্যামপুর জুড়ে এই রকম 'দহ' যুক্ত বেশ কিছু এলাকা রয়েছে। যেমন 'পিছলদহ' ইত্যাদি। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে পরিত্যক্ত নীচু এলাকায় জল জমে বড় জলাশয় বা 'দহ' তৈরি হয়। এই কালীদহের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অমলেন্দু বেরার একক প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে গ্রামীণ কৃষ্টি সংগ্রহশালা। কি আছে এখানে?

জানা গিয়েছে, দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এই সংগ্রহশালায় তুলে আনা হয়েছে পুতুল এবং মুখোশ। অমলেন্দু বাবু জানিয়েছেন, প্রায় ১৩ ০০ উপকরণের মধ্যে ৯০০ বেশি বিভিন্ন ধরনের পুতুল রয়েছে রয়েছে বিভিন্ন মুখোশও। একদম একক উদ্যোগে এই সংগ্রহশালা দেখ তে হাওড়া বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিশুদের ভিড় ইদানিংকালে বেড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য ইন্টারনেটে যুগে বাংলা তথা আমাদের দেশে আরও বড় করে বললে সারা বিশ্বে পুতুল খেলার চল নেই। বললেই চলে। এই ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে তোলার পিছনে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া পুতুল খেলার ইতিহাস। ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে এই উদ্যোগ।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী, আটক স্বামী। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানা এলাকার উদয়পুর দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল হালদার তার স্ত্রী সুমনা হালদার ওরফে সুপ্রিয়াকে ঘরের মধ্যে কুপিয়ে খুন করে। পরবর্তীতে এলাকায় জানাজানি হতেই খবর দেওয়া হয় বনগাঁ থানায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ সুপ্রিয়া হালদারের দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলার স্বামী উজ্জ্বল হালদারকে আটক করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতের মা আলো হালদার জানিয়েছেন, বাপেরবাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার বাড়িতে ফিরেছিল বউমা। কি করে এই ঘটনা ঘটল তা আমি জানি না। মাঝেমধ্যেই ছেলে বউমার মধ্যে ঝামেলা হত। ছেলে বউমাকে খুন করেছে বলে স্বীকার করেন তিনি।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি — তারিখ : ০৬/০২/২০২৫

১) জয় প্রকাশ জয়সওয়াল, (ব্যক্তিগত গ্যারান্টার), ৪, বৃন্দাবন মার্কেট, সতী, জয়মতি রোড, আঠগাঁও বৃন্দাবন মার্কেট, গুয়াহাটি, পিন- ৭৮১০০১।
২) ধীরাজ কুমার জয়সওয়াল, (ব্যক্তিগত গ্যারান্টার), পিতা- শ্রী জয় প্রকাশ জয়সওয়াল বাড়ি নং - ৭৬০৩, এস.জে. রোড, নেহা অ্যাপার্টমেন্ট, গুয়াহাটি, পিন- ৭৮১০০১
৩) হিতেন রঞ্জন চৌধুরী, (ব্যক্তিগত গ্যারান্টার), পিতা- নভো গোপাল চৌধুরী, ৩৬, ধর্মশালা রোড, মনিহারি, কাঠিয়ার, পিন- ৮৫৪১১৩
৪) শ্রী সানিয়েজি ইস্পাত লিমিটেড, (কর্পোরেট গ্যারান্টর) ৭৯, বৃন্দাবন মার্কেট, এসজে রোড, আঠগাঁও, গুয়াহাটি, পিন- ৭৮১০০১
৫) গারহওয়াল মেটাল প্রাঃ লিঃ, (কর্পোরেট গ্যারান্টর), কমল হাউস ৫০, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৪র্থ ফ্লোর, রুম ৪০৭, কলকাতা, পিন- ৭০০০১২

থেকে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা-২, ১০ম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,
বিষয়:- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট- মেসার্স শ্রী সানিয়েজি স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন ১৭/১০/২০২৪ তারিখের জারি করা বিজ্ঞপ্তি এবং শিরনামিত অ্যাকাউন্টে ১০.০৭.২০১৫ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি সহ পঠিত সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর বিধানের অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশন নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন উল্লিখিত বিধিগুলির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুযায়ী সিকিউরিটি এনটারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে:

ক্র. নং.	জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) -এর বিবরণ	সংরক্ষিত মুল্য (টাকায়)	বায়না টাকা জমা (টাকা)
১.	বাণিজ্যিক অফিস রুম নং ৫০৮, ৫ম ফ্লোর, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, থানা-হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, **নির্মিত এলাকা- ৫৮৭ বর্গফুট, দলিল নম্বর- আই-৪৪৬৭/০৫, জমির স্বত্বাধিকারী: শ্রী সানিয়েজি ইস্পাত লিঃ** **জমির সীমানা:** উত্তর - আংশিকভাবে লারকিন্স লেন এবং প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা। দক্ষিণ - আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ০৮ গভর্নমেন্ট প্লেস এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ০৯ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা। পূর্ব- আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা এবং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা। পশ্চিম- আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৬ এবং ৬/১ ওয়েলেসলি প্লেস এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ২ লারকিন্স লেন, কলকাতা দ্বারা।	১,৪৪,০০,০০০.০০	১৪,৪০,০০০.০০
২.	বাণিজ্যিক অফিস রুম নং ৫২৩, ৫ম ফ্লোর, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, থানা-হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, **নির্মিত এলাকা- ১৫৭ বর্গফুট, দলিল নম্বর- আই-৪৪৬৯/০৪, জমির স্বত্বাধিকারী: ধীরাজ জয়সওয়াল।** **জমির সীমানা:** উত্তর - আংশিকভাবে লারকিন্স লেন এবং প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা। দক্ষিণ - আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ০৮ গভর্নমেন্ট প্লেস এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ০৯ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা। পূর্ব- আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা এবং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা। পশ্চিম - আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৬ এবং ৬/১ ওয়েলেসলি প্লেস এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ২ লারকিন্স লেন, কলকাতা দ্বারা।	৩৯,০০,০০০.০০	৩,৯০,০০০.০০
৩.	**গারহওয়াল মেটাল প্রাইভেট লিমিটেডের নামে** ফরিজাঙ্গাল, আউশগ্রাম, পূর্ব বর্ধমানের বাণিজ্যিক প্লট, **এলাকা- ১৬.৬৭ একর, দলিল নং- আই- ৩৯২/০৮, জমির স্বত্বাধিকারী: গারহওয়াল মেটাল প্রাইভেট লিমিটেড।** **জমির সীমানা:** উত্তর - আংশিক প্লট ৫৩ এবং আংশিক প্লট ১০৯, দক্ষিণ - প্লট ১১৩, পূর্ব-প্লট ৯৮, পশ্চিম-প্লট ১১৪	৪,৪১,০০,০০০.০০	৪৪,১০,০০০.০০

আমরা এতদ্বারা আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

তারিখ: ০৭.০২.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত (কর্পোরেট ডেটর)
CIN - U23109WB2003PLC097375
রেজি .অফিস : ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক সি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০১৬, ভারত

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ - সংশোধনী

এতদ্বারা সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে এই সংশোধনীটি ০১.০২.২০২৫ তারিখের নোটিশের ধারাবাহিকতায় ইস্যুকৃত, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং রেগুলেশনস অধীনে ২৮.০১.২০২৫ সংশোধনী অনুযায়ী সম্ভাব্য ডাকদাতাকে অঙ্গীকার ঘোষণা দাখিল করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য কোডের ২৯এ অধীনে তারা কোনওরকম উপযুক্ততার অধীন নয় এবং যদি সংশ্লিষ্ট উপযুক্ততা কোনও পর্যায়ে প্রমাণিত হয় তবে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ই-নিলাম বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, https//right2vote.in/ eauction/-এ উপলব্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি পড়ুন। ই-নিলাম সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য, Right2vote-এ contact@right2vote.in ই-মেইল করুন।

স্বা/-
তারিখ : ০৬.০২.২০২৫ — বর্ষা বাগড়ি (লিকুইডেটর)
স্থান : কলকাতা — ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01812/2019-2020/12783
ঠিকানা: পি-২৭৩, মানিকতলা মেন রোড, সিআইটি, স্কিম-৬ এম,কলকাতা -৭০০০৫৪
bha6750@rediffmail.com, varsha_bagri@yahoo.com

SBI — খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা (০৩৩৩২)
ওল্ড এ.এম.ডি. (হেলথ) অফিস বিল্ডিং, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১, মেল আইডি : Sbi.03332@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় দলিল হারিয়েছে
সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,শ্রী অতনু কুমার মন্ডল, পিতা শ্রী শশাঙ্ক এস মন্ডল, সাকিন, ইন্দা, কমলা কেবিন, জাফলা রোড, খড়গপুর, ৭২১৩০৫, **হোম লোন এ/সি নং ৪০৩২৬৪৮৯৭৫৩ এবং হোম প্লাস/হোম ইক্যুইটি এ/সি নং ৪০৩২৭৬৪৫০১১** তারিখ ১২.০৭.২০২২, শ্রী অতনু কুমার মন্ডল, পিতা শ্রী শশাঙ্ক এস মন্ডল এর নামে **এসবিআই খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা** আমাদের হেফাজত থেকে মূল স্বত্ব দলিল হারিয়ে গিয়েছে। সম্পত্তির বিস্তারিত **নিধিরাম অ্যাপার্টমেন্ট** ফ্ল্যাট নং ডি/০৩, ৪র্থতল, (উত্তর পূর্ব দিকে)। অবস্থিত মৌজা : পাঁচবেড়িয়া মিলিক, জেএল নং ২৩৩, ওয়ার্ড নং ২, হোল্ডিং নং ৫/২। আরএস খতিয়ান নং ২৯১, এলআর খতিয়ান নং ৯৭৯, ২১৭১, আরএস প্লট নং ১৩৯৬, এলআর প্লট ২৩১৪, ২৩১৫, ২৩১৬, ২৩১৭, ইন্দা কমলা কেবিন মার্কেটের নিকট, খড়গপুর পুরসভা অধীন, পো : ইন্দা, থানা : খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১৩০৫।
বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত - **নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০১০-২০২২, পৃষ্ঠা ১০৯৬২ থেকে ১০৯৯৯, দলিল নং ১-২০৬/২০২২ -২০২২ সালের।** রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রি অফিস খড়গপুর। আমি ইতিমধ্যেই খড়গপুর টাউন থানায়, পশ্চিম মেদিনীপুর-একটি জেনারেল ডায়েরি **উল্লেখ্য জিডিই নং ২০৯০ তাং ০৪.০২.২০২৫** উক্ত দলিল হারানোর বিষয়ে দাখিল করেছি।
কোনও ব্যক্তি যদি উক্ত দলিল পেয়ে থাকেন অনুগ্রহ করে এসবিআই খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখায় এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানান।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
তারিখ : ০৭.০২.২০২৫ — এসবিআই খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১, কলকাতা
ই-নিলাম মাধ্যমে এয়ারক্র্যাফট বিক্রির সাধারণ নোটিশ
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি বনাম মেসার্স পাথ ব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন অভিজিৎ প্রোজেক্টস লি.) এবং অন্যান্য (ওএ- নং ১২৪/২০১৬)
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১ (ডিআরটি-১), কলকাতা কর্তৃক রিসিভার নিযুক্ত, "যেখানে যেমন আছে এবং যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" নিম্নোক্ত পাথব্রেকিং প্রোজেক্টস লিমিটেডের এয়ারক্র্যাফট ক্রয়ের জন্য ই-নিলাম প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

সম্পত্তির বিবরণ :	**এয়ারক্র্যাফট মডেল -বোমবার্ডিয়ার- চ্যালেঞ্জার- ৬০৫,** রেজিস্ট্রেশন- ভিটি-এমকেজে, এমএসএন- ৫৮৪৮, নির্মাণ বর্ষ -২০১০, ইঞ্জিন-জেনারেল ইলেক্ট্রিক, এপিইউ- হনিওয়েল, নির্মাতা- বোম্বার্ডিয়ার (বর্তমানে নাগপুর এয়ারপোর্ট, মহারাষ্ট্রে অবতীর্ন)।
সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি পরিমাণ :	সংরক্ষিত মূল্য : ইউএস ডলার ৫৪,০৭,০০০/- (সমপরিমাণ আইএনআর পরিবর্ত হার সংশ্লিষ্ট বিক্রয়ের দিনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংস্থিত) ইএমডি : ইউএস ডলার ৫,৪০,৭০০/- (সমপরিমাণ আইএনআর বিনিময় হার বিক্রয়ের দিনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংস্থিত)
ন্যূনতম বর্ধিতকরণ ডাক :	ইউএস ডলার ৫০০০ প্রতি ডাক।
বিক্রয় নোটিশ :	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
এয়ারক্র্যাফট পর্যবেক্ষণের তারিখ :	শনিবার ৮ মার্চ ২০২৫, বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।
ইএমডি সহ টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :	১২ মার্চ ২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
ই-নিলামের তারিখ :	১৩ মার্চ ২০২৫
ই-নিলামের সময় :	বেলা ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ আইএসটি)

১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https//drt.auctiontiger.net ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
২. আগ্রহী পক্ষগুলি শেষ তারিখের আগে ইএমডি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি সহ তাদের শর্তহীন এবং অযোগ্য অফার জমা দিতে পারে। নথি যাচাইকরণ এবং ইএমডি প্রাপ্তির পরে, দরদাতারা তাদের বৈধ ইমেল আইডিতে ব্যবহারকারী আইডি/পাসওয়ার্ড পাবেন (ই-নিলামের জন্য বাধ্যতামূলক) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে।
৩. ইচ্ছুক দরদাতা শ্রী বাসুদেব মুখার্জি, অ্যাডভোকেট/রিসিভার (এম) ৯৮৩০০৩৩০৮২ (ই-মেইল) basudeb-mukherjee86@yahoo.in/ শ্রী দুর্গা প্রসাদ ছানাপতি, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (টি) ০২২-৬৬২৬৩৫৬৫ (এম) ৯২৮২৩২২৫৫২ (ই-মেইল) durgaprasad_chanapati@idbi.co.in এবং শ্রী সমীর কুমার, ম্যানেজার (টি) ০২২-৬৬২৬৩৬৩১ (এম) ৮৩৪০৫০২২৬২ (ই-মেইল) samir.kumar@idbi.co.in যেকোন কার্যদিবসের মধ্যে (ব্যাঙ্কের ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে ১২ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত বিক্রয় প্রক্রিয়ার শর্তাবলী পেতে পারেন। এটি আইডিবিআই ওয়েবসাইট (www.idbi.com) এবং ই-নিলাম প্রদানকারীর ওয়েবসাইট https//drt.auctiontiger.net থেকেও ডাউনলোড করা যেতে পারে।
৪. আগ্রহী ক্রেতারা এয়ারক্রাফট পরিদর্শনের জন্য ব্যাংকের উপরোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা — রিসিভার
তারিখ : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ — ডিআরটি - ১, কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে **২৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বোড়াল শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১৯,৮৩,১৬২.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বাষট্টি টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রী রবীন্দ্রনাথ হালদার (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা),** পিতা- শশধর হালদার এবং **শ্রী রাহুল হালদার (ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতা),** পিতা- রবীন্দ্রনাথ হালদার, **উভয়েরই ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোস্ট অফিস - হালতু, থানা - গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮ -এর থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **১. শ্রী রবীন্দ্রনাথ হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- শশধর হালদার, ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোস্ট অফিস - হালতু, থানা - গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮ **২. শ্রী রাহুল হালদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- শশধর হালদার, ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোস্ট অফিস - হালতু, থানা - গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮ **৩. শ্রীমতী সরস্বতী হালদার (জামিনদার),** স্বামী- রবীন্দ্রনাথ হালদার ফ্ল্যাট নং ১ডি, সানি ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোস্ট অফিস - হালতু, থানা - গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮ **খ) বোড়াল শাখা**	জমি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১ডি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ কমবেশি ৭৭০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, প্রায় ০৬ (ছয়) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট জমির উপর নির্মিত, যার মধ্যে রয়েছে ২ (দুই) শয়নকক্ষ, ১ (এক) লিভিং কাম ডাইনিং, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) টয়লেট, ১(এক) ডব্লিউ.সি এবং ১ (এক) মার্বেল মেঝে সহ বারান্দা যা উক্ত দ্বিতল ভবনের গ্রাউন্ডফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার প্রেমিসেস নং ১২৫২, পূর্বাচল মেইন রোড, পোস্ট অফিস - হালতু, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮, থানা- গড়ফা, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত। ২০১৭ সালের ০৪.০৯.২০১৭ তারিখের দলিল নং ১৬০৩০৩৮৭৮, বই নং ১, খণ্ড নং ১৬০৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৭২৪৬ থেকে ১০৭২৮৪ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত **শ্রী রবীন্দ্রনাথ হালদার এবং শ্রী রাহুল হালদারের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-** উত্তর- প্লট নং বি, সি এবং ডি, আর.এস. দাগ নং ১৭৪৭, ১৭৪৭/২৫৪১ এর, দক্ষিণ- আর.এস. দাগ নং ১৭৪৬ এবং ১৭৪৯এর জমি, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- ৫ ফুট প্রশস্ত রাস্তা এবং আর.এস. দাগ নং ১৭৪৭ এর প্লট নং জি দ্বারা।	**১৯,৮৩,১৬২.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বাষট্টি টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ২০,৭০,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,০৭,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ সাত হাজার টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50404373223A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০৭.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৪.০৯.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **১. মেসার্স সুজলা আর্ট (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা : শ্রী ব্রহ্মানন্দ বণিক,** ঠিকানা - সোনারপুর, নোয়াপাড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৫০ **(২) শ্রী ব্রহ্মানন্দ বণিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী জয়গোপাল বণিক, ঠিকানা - সোনারপুর, নোয়াপাড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৫০ **(৩) শ্রীমতী স্বপ্না বণিক রায় (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী ব্রহ্মানন্দ বণিক, ঠিকানা - সোনারপুর, নোয়াপাড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৫০ লোন অ্যাকাউন্ট **সোনারপুর গোরখারা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৬,৭৬,৮০৮.০০ টাকা (ছাপান্ন লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ আট টাকা) ০৩.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, **সোনারপুর গোরখারা শাখা** নিকট বকেয়া **৫৬,৭৬,৮০৮.০০ টাকা (ছাপান্ন লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ আট টাকা) ০৩.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তি-বন্ধকদত্ত সম্পদ এর বিবরণ
দফা নং/ক্রম নং খাতা নং /ভবন নং/ সাইট নং : মূল স্বত্ব দলিল নং ০৯৭৬৫/১২, বাংলায়, এডিএসআর সোনারপুর সহ, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২৫, পৃষ্ঠা ৬৬৪৩ থেকে ৬৬৫৪, মৌজা : হাসানপুর, জেএল নং ২৯ (আরএস নং ৪৫) , খতিয়ান নং ১৪৯ (এলআর), ১৮১(আরএস), দাগ নং ২৪ (এলআর), ২০ (আরএস), পরগনা : মাদানমাল্লা, প্লট নং ৪৫।
এরিয়া এবং স্থান : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৩৫ বর্গফুট, গ্রাম: হাসানপুর, সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ডিআর ডিএসআর -৪-আলিপুর, এসআর এডিএসআর -সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
মালিকানা : ব্রহ্মানন্দ বণিক, পিতা শ্রী জয়গোপাল বণিক, ঠিকানা : গ্রাম : নোয়াপাড়া, বিপ্লব সংঘের নিকট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ২০; পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : জমি প্লট নং ৪৪ (আরএস দাগ নং ২০)।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য : সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত অন্যান্য সকল দাবি নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হলো সংশ্লিষ্ট ইস্যুকৃত দখল নোটিশ প্রাধান্য দেওয়ার জন্য

জীবনরাম শেওদুত্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN L17111WB1997PLC085533
নিবন্ধিত অফিস : ৩০ডি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিস : মডিউল ৩০১, শিল্পাঙ্গন, ফেজ-১, এলবি-১, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৮
ফোন নং : ০৩৩-৪০১৬৯৫০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০১৬৯৫০২
ই-মেইল : cs@jiwan.co.in

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

১) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ২০১৩ ("অ্যাক্ট") সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এর সহিত পঠিত ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, (কোনও সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ, কার্যকরী সময়, কোম্পানির বিধি ২০ এবং ২২ বিধি সহ পড়ুন (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) নিয়ম, ২০১৪ ("রুলস"), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর"), দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া ("এসএস-২") দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, প্রতিটি সময়ে সময়ে সংশোধিত, জীবনরাম শেওদুত্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") এতদ্বারা পূর্ববর্তী সংবিধিবদ্ধ অডিটরের পদত্যাগের কারণে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটর হিসাবে মেসার্স জৈন সোনু অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ রেজোলিউশনের মাধ্যমে আপনার অনুমোদন চাইছে। ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য শুধুমাত্র পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং ("ই-ভোটিং") সুবিধা সদস্যদের তাদের ভোট ইলেক্ট্রনিকভাবে দিতে সক্ষম করার জন্য।

২) পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক মোডের মাধ্যমে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ পাঠানো হয়েছে, সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে, যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে, যথা, ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড ("আরটিএ") বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ("ডিপোজিটরি"), সোমবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ("কাট-অফ তারিখ"), ব্যবসায়িক কাজকর্ম বন্ধের সময়, এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে। সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালটের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

৩) এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি তার সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে, যাতে তারা প্রকৃত পোস্টাল ব্যালট ফর্ম জমা দেওয়ার পরিবর্তে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এই কারণে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ("সিডিএসএল") সাথে একটি চুক্তি করেছে যাতে সদস্যরা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়।

৪) দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে সংবদ্ধ হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং ৯ মার্চ, ২০২৫ রবিবার বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের তালিকায়, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, সোমবার কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত হয়েছে, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে, যেমন সিডিএসএল এর দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট একজন শেয়ারহোল্ডার দ্বারা দেওয়া হলে, শেয়ারহোল্ডারকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না, যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত। যৌথ ধারকদের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র এই ধরনের যৌথ হোল্ডার যারা নামের ক্রম অনুসারে বেশি তারাই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনগুলিতে ই-ভোটিং করার অধিকারী হবেন। একজন সদস্য পোস্টাল ব্যালটে প্রক্সি দিয়ে তার ভোট প্রয়োগ করতে পারবেন না।

৫) এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোম্পানির পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jiwanramgroup.com** আপলোড করা হয়েছে। কোম্পানির পোস্টাল ব্যালটের নোটিশটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট থেকেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে, যথা, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) **www.nseindia.com** এবং এটি সিডিএসএল (রিমোট ই-ভোটি সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি) এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে **www.evotingindia.com**-এ।

৬) ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানার সফল নিবন্ধনের পরে, শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে, দূরবর্তী ই-ভোটিং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের একটি অনুলিপি নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যেহেতু কোম্পানীর কোন শেয়ারহোল্ডার নেই যা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করে তাই তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

৭) শ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাহার (আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং : এসিএস ৭১১৯৬ এবং সিপি নং ২৬৬৩৭) মেসার্স জ্ঞানেন্দ্র নাহার এন্ড কোং, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে এই পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঘোষণা করবেন কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৩০ডি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬ ঠিকানায়। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ফলাফলগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **("এনএসই") www.nseindia.com** এর সাথে যোগাযোগ করা হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত হবে এবং এছাড়াও কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jiwanramgroup.com** এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এ প্রদর্শিত হবে। ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখটি পোস্টাল ব্যালট নোটিশে থাকা রেজোলিউশনটি পাসের তারিখ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৮) কোনো প্রশ্ন এবং/অথবা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ২১ ০৯৯১১।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
জীবনরাম শেওদুত্রাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

করিশমা আগরওয়াল
তারিখ : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
স্থান : কলকাতা — কমপ্লায়েন্স অফিসার

জমিতে ঘাস কাটার সময় বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম ২ নাবালক

আহতদের হাসপাতালে দেখতে পৌঁছন রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমিতে ঘাস কাটার সময় আচমকায় বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হল দুই নাবালক। সংকটজনক অবস্থায় আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার চাঁদমনি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি এলাকায়। বিষয়টি জানতে পেরে এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজে আহতদের দেখতে যান রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম সামির আক্তার (১৩) এবং মহম্মদ ইমতিয়াজ (৯)। এদিন দুপুরে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি ভুট্টার জমিতে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন এই দুই নাবালক। তখনই জোরালো বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন দুই নাবালক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপর তাদের উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। তবে কি কারণে বোমা এলাকায় মজুত করেছিল কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না এলাকাবাসী। খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আহত দুই নাবালকের আত্মীয়েরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো এদিন ওরা গবাদিপশুর খাওয়ার সংগ্রহের জন্য ভুট্টার জমিতে ঘাস কাটতে গিয়েছিল। ঘাস কাটার সময় জমিতে থাকা একটি বোমাতে হাত পড়ে যায় ওদের। তখনই বিস্ফোরণে একজনের ডান হাতের কবজি উড়ে গিয়েছে। অপরজনের মুখে, মাথায়, চোখে আঘাত লেগেছে।

মন্ত্রী তাজমুল হোসেন জানিয়েছেন, ওই এলাকায় কারা বোমা মজুত করেছিল সেটা পুলিশকে খুঁজে বার করতে হবে। দ্রুত যাতে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হয় সে কথাও রতুয়া থানার পুলিশকে বলেছি। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণস্থলটি ঘিরে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বারাসাত মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ বিচারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অজ্ঞাত পরিচয় মুণ্ডুহীন দেহের কিনারা করল পুলিশ। পাশাপাশি খুনের ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বারাসাত আদালতে তুললে বিচারক তাদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ মাথার খোঁজ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম হজরত লস্কর (৩৮)। গাইঘাটা থানার আঙুলকাটা এলাকার বাসিন্দা। খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে ওবাইদুল গাজী ও পূজা দাস নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার বিকেলে বারাসাত স্টেশন চত্বর থেকে ওবাইদুল গাজীকে ও রাতে বনগাঁ থেকে পূজা দাসকে আটক করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় তারা খুনের কথা স্বীকারও করেছে। হজরত ও ওবাইদুল দুজনই গাইঘাটা থানার আঙুল কাটা এলাকার বাসিন্দা এবং তারা মাসতুতো ভাই। তবে তারা আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকার বাসিন্দা। আঙুলকাটা এলাকায় তারা ভাড়া নিয়ে থাকত। ধৃতদের জেরা করে মাথার খোঁজ করছে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পুলিশ মর্গে আনা হয়। সেখানেই দেহ শনাক্ত করতে অনেকে আসেন। তাদের মধ্যে হজরতের পরিবার হাতের উল্কি দেখে তাকে শনাক্ত করে। বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখরিয়া জানান, মৃতের পরিচয় জানা গেছে। সন্দেহের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের ডিএনএ টেস্ট করে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। জানা গেছে, খুনের ঘটনাস্থলে ৪ জন ছিল। তাদের মধ্যে হজরতকে খুন করা হয়েছে। অন্যজন ছিল ওবাইদুল, যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আরও দু'জন পলাতক। তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত সোমবার সকালে দত্তপুকুর থানার মালিয়াকুড় এলাকায় চাষের জমি থেকে মুণ্ডুহীন দেহটি উদ্ধার হয়। তারপর থেকে মুণ্ডু খোঁজের ও মৃত যুবকের পরিচয় জানতে মরিয়া হয়ে ওঠে বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকেরা। ত্রিকোণ প্রেম সহ পুরনো শত্রুতার কারণে এই খুন। এই হজরত ও ওবাইদুল সহ আরও কয়েকজনের একটি দল বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুপারি কিলার হিসেবে এই দলটি কাজ করত। উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি জেলার বিভিন্ন থানায় এদের বিরুদ্ধে একাধিক কেস আছে। সম্প্রতি, হজরতের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় তাদের দলের কয়েকজন গ্রেপ্তার হয় ও বেশ কিছু চুরি ও ডাকাতির মাল উদ্ধার হয়। সেই সঙ্গে চোরাই মাল ভাগবাটোয়ারা নিয়েও হজরতের উপর ওবাইদুল ও তার সঙ্গীদের রাগ ছিল। এছাড়াও পূজা দাস ওরফে নিশার সঙ্গে প্রথমে হজরতের সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে আবার ওবাইদুলের সঙ্গে পূজার সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে হজরতের সঙ্গে পূজার পুরনো সম্পর্ক থেকেই গিয়েছিল। সেই সম্পর্ক জেনে ফেলেছিল ওবাইদুল। এরপরেই ওবাইদুল হজরতকে খুনের চক্রান্ত করে।

বিবাহিত যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গেল নাবালিকা, অবশেষে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিবাহিত এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায় এক নাবালিকা। অবশেষে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির তৎপরতায় উদ্ধার হল নাবালিকা। জানা গেছে নাবালিকার বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের গৌরহাটি ১ নং অঞ্চলের কাপশিট গ্রামে। অন্যদিকে, যুবকের বাড়ি আরামবাগ ব্লকের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের পুইন গ্রামের পণ্ডিতপাড়া এলাকায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই যে যুবকের বাড়িতে নাবালিকা এসেছে সেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েকে ফিরে পেতে নাবালিকার বাবা বিষয়টি জানায় পঞ্চায়েত সমিতিতে। এদিন যে যুবকের বাড়িতে নাবালিকা চলে আসে সেই বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং নাবালিকাকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ। উল্লেখ্য, আইনত ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নাবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মঙ্গলবার। বাড়িতে না পেয়ে নাবালিকার বাবা-মা সহ অন্যান্য সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে জানতে পারে তিরোল অঞ্চলের পুইনের পণ্ডিতপাড়ায় এক যুবকের বাড়িতে রয়েছে। এরপর নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার বাবা ও মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, সরস্বতী পুজোর দিন চলে আসে, আমরা জানতে পেরে সেই নাবালিকা মেয়ের বিয়ে বন্ধ করি। অন্যদিকে যুবকের মা বলেন, প্রশাসনের লোকেরা এসেছে তারা যেটা ভালো বুঝবে করবে। আমার ছেলে আনতে যাইনি মেয়ে নিজে এসেছে। সবমিলিয়ে নাবালিকা মেয়ে উদ্ধার হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, বেহালা, জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: সুশান্ত বিশ্বাস, ই-মেইল আইডি: sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৬৮৭

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২২.০২.২০২৫

সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউর্ড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে", এবং "যেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২২.০২.২০২৫ তারিখে সুরক্ষিত পাওনাদারের **৩০,৭৭,৩০৪/- টাকা** আদায়ের জন্য **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত এবং শ্রীমতী বর্ষা রক্ষিতের** কাছ থেকে। রিজার্ভ মূল্য হবে **২৪,৩৬,০০০/- টাকা** এবং বায়না জমা হবে **২,৪৩,৬০০/- টাকা**।

সম্পত্তির বিবরণ

সোনার গাঁও, অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৪, অবস্থিত মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া, জেএল নং ৯, আরএস নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৭, সোনার গাঁও প্রোজেক্ট এর নিকট, বাখড়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা :বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনকোড : ৭৪৩৩৮৪। পশ্চিমবঙ্গ।

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com অনুগ্রহ করে দেখুন।

তারিখ: ০৬.০২.২০২৫
স্থান: আরএসিপিসি বেহালা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী অতনু সাঁতরা (ঋণগ্রহীতা),** পিতা প্রয়াত নিরাপদ সাঁতরা, গ্রাম : পিয়ারপুর, সাহেববাগান, পো : শেওড়াফুলি পিয়ারপুর, থানা শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২২৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং **শ্রীমতি আশালতা সাঁতরা (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী প্রয়াত নিরাপদ সাঁতরা, গ্রাম : পিয়ারপুর, সাহেববাগান, পো : শেওড়াফুলি পিয়ারপুর, থানা শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, ৭১২২২৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : বারুইপাড়া স্টেশন।**	২৪.১০.২০২৪ এবং ০১.০২.২০২৫	৯,৩৬,৯৬১.০০ টাকা (নয় লাখ ছত্রিশ হাজার নশো একষট্টি টাকা) ২৪.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ২৫.১০.২০২৪ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত শেড পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : শেওড়াফুলি, জেএল নং ৬, হোল্ডিং নং ২০ (৯৬/১), এলআর দাগ নং ১৫৫০, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩৩, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮৭, বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৭০৭-২০১৯ সালের তারিখ ২৯.১১.২০১৯ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৬৯৬০ থেকে ১৩৬৯৭৮, **শ্রী অতনু সাঁতরা এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শম্ভু সাউ এবং জবা রায় এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : ৩ ফুট চওড়া প্রাইভেট রোড এবং অনিল দাসের সম্পত্তি ;পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; পশ্চিমে : নিকাশি।

তারিখ- ০১.০২.২০২৫, স্থান- বৈদ্যবাটি

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ১. শ্রী প্রবীর পোরিয়া** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ পোরিয়া ফ্ল্যাট নং ৫, ৩য়তল, ৭ রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** গ্রাম : হাসিমনগর, দক্ষিণ পাড়া, পো : হাসিমনগর, থানা : ফলতা, মুনলাইট ক্লাবের নিকট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৫১৩। **২. শ্রীমতি পর্ণা পোরিয়া,** স্বামী শ্রী প্রবীর পোরিয়া ফ্ল্যাট নং ৫, ৩য়তল, ৭ রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** গ্রাম : হাসিমনগর, দক্ষিণ পাড়া, পো : হাসিমনগর, থানা : ফলতা, মুনলাইট ক্লাবের নিকট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৫১৩। **এ/সি নং : ৫০৪৫১৩১০২৬৭। খ) পর্ণশ্রী পল্লি (ই-এবি) শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট ১১২৮ বর্গফুটের ৩য়তলে, ফ্ল্যাট নং ৫, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে, ৩ বেড রুম , ১ ডাইনিং। ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ ব্যালকনি এব একটি কার পার্কিং স্পেস নং ১ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পরিমাণ ১২৫ বর্গফুট একতলায়, জি-৩ তলা ভবনে নং ৭ ,রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০৮, সিএস দাগ নং ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, সিএস খতিয়ান নং ২৩৩, আরএস দাগ নং ১১৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৬৯, মৌজা : মন্ডল পাড়া, আরএস নং ১৯০, কালেক্টরেট তৌজি নং ১৫০৮, জেএল নং ৬, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২১, বরো নং ১৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পো : বড়িশা, থানা : বেহালা, কলকাতা ৭০০০০৮, শ্রী প্রবীর পোরিয়া, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ পোরিয়া এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা এডিএসআর -বেহালা এবং জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গৌর চন্দ্র মন্ডলের জমি ; দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, এবং জমি দাগ নং ১১৩; পশ্চিমে : গৌতম চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর ভবন।	**ক) ৩১.০৫.২০২১ খ) ২৮.০১.২০২৫ গ) ৪২,৬০,৮৭৬.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লাখ ষাট হাজার আটশ ছিয়াত্তর টাকা) **২৭.০১.২০২৫** অনুযায়ী এবং ২৩.০৯.২০২৪ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য আইনি/অন্যান্য চার্জ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত

তারিখ : ০৭.০২.২০২৫/স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে অবগত হন সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত অন্যান্য সকল দাবি নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হলো সংশ্লিষ্ট ইস্যুকৃত এই দাবি নোটিশকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। ২৮.০১.২০২৫ তারিখে ১৩(২) ধারা অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত এই নতুন নোটিশের পূর্বের ইস্যুকৃত সকল নোটিশ/কার্যাবলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) ও ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'', আগামী **১৩.০৩.২০২৫** তারিখে **সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট -এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম, অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	১. **শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার** পিতা- ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ভাসা ১৪ নং, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৫০৩ **মোঃ- ৮৩৩৫৯১১৭১২** ২. **শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার** পিতা-ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ৩৫/১৮/২, গোপাল মিস্ত্রী রোড, পোস্ট ও থানা - বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৩৪। ৩. **শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার** পিতা-ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ফ্ল্যাট নং- ৫বি চতুর্থ ফ্লোর (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমমুখী), প্রেমিসেস নং ৬৪, ইটালগাছা, বস্তি রোড, আরবিন্দ সরণি। ইন্দিরা গান্ধী স্কুলের কাছে, পোস্ট- ইটালগাছা, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০২৮, উত্তর ২৪ পরগনা **অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৫৮১৭৫৫৫৬ শাখা: যোধপুর পার্ক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (গ্যারেজ ব্যতীত) ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫ম তলে, উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৭৫ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৬৪ ইটালগাছা বস্তি রোড অরবিন্দ সরণি ইন্দিরা গান্ধি স্কুলের নিকট, ওয়ার্ড নং ১১, পো - ইটালগাছা, থানা - দমদম, দমদম পুরসভা অধীন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৮ মৌজা - সুলতানপুর, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ২৯৭৯, খতিয়ান নং ১২১/৭, দমদম পুরসভা অধিক্ষেত্র অধীন সেরসাই অ্যাসেট আইডি **২০০০৬৭৪৫১০২৬** এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি **৪০০০৭৪৯৪৪৫৪৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - খোলা জায়গা, দক্ষিণে - সিঁড়ি, লিফট এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট, পূর্বে - খোলা জায়গা, পশ্চিমে - খোলা জায়গা	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৪৫,৭৩,১২৫.০০ টাকা ঘ) ৪,৫৭,৩১৩.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB07558175556 ছ) ৩২,৬৫,০৪৮.০০ টাকা (বত্রিশ হাজার পঁয়ষট্টি হাজার আটচল্লিশ টাকা মাত্র) সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ
২.	১. **শ্রীমতী উমা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, নং- ৪, শ্রীমা রোড, পোস্ট অফিস রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। ২. **শ্রীমতী উমা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, নং ১০৩ দ্বিতীয় ফ্লোর, বিবেকানন্দ পল্লি, থানা- দমদম পৌরসভা, কলকাতা - ৭০০০৬৫। **অ্যাকাউন্ট নং: ৭৫৫৯৫২৬২০৯ শাখা: যোধপুর পার্ক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ১ ছটাক এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা - গোরুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪, তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ১৪৫, খন্ড খতিয়ান নং ১২১, খতিয়ান নং হাল খতিয়ান ৬২০, এলআর খতিয়ান নং ১২২, ৭০২, ১৩৫৬, ১৪০২, আরএস দাগ নং ৪ এবং ৪/৩৩৭ এলআর দাগ নং ৮২, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৩, ৩ তলে (৮৬৫ বর্গফুট) একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় (১৮৬ বর্গফুট নং ১সি উত্তরমুখী) বিবেকানন্দ পল্লী ওয়ার্ড নং ২, থানা দমদম দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা ৭০০০৬৫ সম্পত্তি শ্রীমতী উমা ঘোষ, স্বামী অরূপ কুমার ঘোষ-এর নামে, সেরসাই অ্যাসেট আইডি **২০০০৮৮৭৩০২৭২** এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি - **৪০০০৮৬৭৪৯২০৯ সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** - লবি, লিফট এবং সিঁড়ি **দক্ষিণে** - খোলা জায়গা **পূর্বে** - অন্যান্যর ফ্ল্যাট **পশ্চিমে** - খোলা জায়গা।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩৭,৪০,৪০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৭৪,০৪০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB07559526209 ছ) ২৮,৯৯,১২৯.০০ টাকা (আঠাশ হাজার নিরানব্বই হাজার একশত উনত্রিশ টাকা মাত্র) সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

তারিখ: ০৪.০২.২০২৫, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক ...ভরোসে কা প্রতীক! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩(১) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত]

ক্যাপশনযুক্ত নোটিশটি এ.ডি./ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুল ৩ (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২) এর অধীনে পড়া ১৩(১২) সেকশন এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারের কাছে (পরবর্তিতে এখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লিখিত তাদের অ্যাকাউন্ট হিসাবে নীচে দেওয়া বিশদ অনুসারে সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্ট গুলি 'নন পারফরমিং অ্যাসেটস' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এডি./স্পিড পোস্টের সাথে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো নোটিশটি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফিরে এসেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার তার জারি করা ডিমান্ড নোটিশের পরিষেবা এড়িয়ে চলেছেন। এই ধরনের নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতা চাইলে, সাধারণ কাজের সময় যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে, এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে** অর্থ প্রদানের জন্য ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আবারও নোটিশ দেওয়া হল, নিম্নে নির্দেশিত অর্থ, তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে প্রযোজ্য আরও সুদের সাথে উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে বিশদ হারের সাথে মূল্য, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন নিরাপত্তা নথির অধীনে, নিম্নলিখিত সম্পদ রয়েছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দ্বারা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক আছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার পূর্বোক্ত হিসাবে ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক ১৩(৪) এর অধীনে নেওয়া বা না নেওয়া হোক না কেন সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে উল্লিখিত আইনের এবং প্রযোজ্য নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের (দের) মূল্যে এবং পরিণতির ঝুঁকিতে।

এই আইনের অধীনে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। যে কোন ব্যক্তি সেখানে প্রণীত বিধির উল্লিখিত আইন লঙ্ঘন করলে আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তি এবং/অথবা শাস্তির জন্য দায়ী থাকবে। নোটিশটি আপনার ঝুঁকি এবং মূল্যে আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই জারি করা হয়।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা(দের)/ জামিনদার(দের) নাম খ) যে শাখা থেকে সুবিধাগুলি নেওয়া হয়েছিল	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) এনপিএ এর তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) সফিকুল সেখ** পিতা-আবহুহার সেখ, গ্রাম- দক্ষিণপাড়া, পোস্ট- কিসমাদিমাদপুর, থানা-হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৬৫ **খ) কুমারদাঘাট শাখা (Sol ID: 135120)** অ্যাকাউন্ট নং- ১৩৫১২১০০৩২২১২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : কিসমত ইমাদপুর, জেএল নং ১৭ এলআর প্লট নং ১১৮০২,এলআর খতিয়ান নং ৯২৮৭, পো : প্রদীপডাঙ্গা, থানা : হরিহরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পরিমাণ ০.০৪ একর। রেজি অফিস ডিআর বহরমপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ২৪২৭-২০০০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত সফিকুল শেখ পিতা আবুহর শেখ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সৈন্দার আলি; **পূর্বে :** ১২ ফুট মেটাল রোড; **দক্ষিণে :** স্বরূপ চাঁদ শেখ ; **পশ্চিমে :** সৈন্দার আলি।	**ক)১৭.১২.২০২৪ খ) ০৬.০৬.২০২৪ গ) ৭,৫৭,৯৭৩.০০ টাকা (সাত লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শো তিয়াত্তর টাকা মাত্র) ৩০/১১/২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়**

নথিপত্রের তালিকা (সমস্ত সম্পূরক নথিপত্র এবং বন্ধক তৈরির প্রমাণ সহ নিরাপত্তা নথিপত্রের বিবরণ)

ক্র. নং	নথির নাম	নিরাপত্তার প্রকৃতি	কার্যকরের তারিখ	সুরক্ষিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতার দ্বারা জমাকৃত মালিকানা দলিলের মাধ্যমে বন্ধক সম্পর্কিত মালিকানা দলিলের রেজিস্টারের নমুনা এন্ট্রি (D17 C)	ন্যায়সঙ্গত বন্ধক	০৭.১১.২০১৬	৫,৯০,০০০.০০ টাকা
২.	হেবানামার নিবন্ধিত দলিল নং ২৪২৭ সাল- ২০০০	ন্যায়সঙ্গত বন্ধক	০৬.০৪.২০০০	৫,৯০,০০০.০০ টাকা

তারিখ: ০৭.০২.২০২৫
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	প্রাপ্ত ঋণ অধীনে সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর হইতে)	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
১	১. **শ্রী শ্যাম ট্রেডার্স,** ৫১/৩বি, স্ট্র্যান্ড রোড, ৪র্থতল, রুম নং ৩০৪, কলকাতা -৭০০০০৭। ২. **শ্রী হেমন্ত আগরওয়াল (স্বত্বা.)** পিতা শিব কুমার আগরওয়াল, এস এফ রোড, শিলিগুড়ি, (এম কর্প) খালপাড়া, শিলিগুড়ি বাজার, দার্জিলিং , পিন : ৭৩৪০০৫। ৩. **শ্রী শিব কুমার আগরওয়াল,** পিতা সত্যনারায়ণ আগরওয়াল, এস এফ রোড, শিলিগুড়ি, (এম কর্প) খালপাড়া, শিলিগুড়ি বাজার, দার্জিলিং , পিন : ৭৩৪০০৫।	**প্রাথমিক জামিন :** কোম্পানির সামগ্রিক চালু সম্পদ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মজুত এবং বুক ডেটস সহ সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। **সমপরিমাণ জামিন : (সমগ্র প্রেমিসেস)** - সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৭৬ কাঠা ৮ ছটাক এবং ২১ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫০১/১, যশোর রোড, কলকাতা ৭০০০৫৫, আরএস দাগ নং ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫, আরএস দাগ নং ১৬৬, ১৬৮, ১৭১ এবং ১৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৪, আরএস দাগ নং ১৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৬, এবং আরএস দাগ নং ১৭৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৭, জেএল নং ৩২/২০, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, মৌজা : শ্যামনগর, থানা : দম দম, ওয়ার্ড নং ২১, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রাইভেট রোড ২০ ফুট ; দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৪৩৫, যশোর রোড; পূর্বে : যশোর রোড (মেন); পশ্চিমে : প্রাইভেট রোড ২০ ফুট। **(বন্ধকদত্ত সম্পদ):** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট /ইউনিট নং ১৫এইচ, পরিমাণ আনুমানিক ৯২৪ বর্গফুট কমবেশি কার্পেট এরিয়া (১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ১৬তম তলে, ব্লক বি, এবং একটি মাঝারি /ছোট মাপের খোলা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস প্রতিটির মাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (১৩৫ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় নং ১৫৬ ভবন/কমপ্লেক্স নাম আইডেন্টিটি, উক্ত প্রেমিসেসে তপশিলে বর্ণিত মতে, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত তপশিলে বর্ণিত মতে।	ক) ০৩.১২.২০২৪ খ) ২৯.০৫.২০২৪	১,০২,৭৮,৩১১.০০ টাকা এ/সি নং ***********০১৪৩ ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৮,০১,১৪০.০৫ টাকা এ/সি নং ***********০০৪৫ (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট ১,৩০,৭৯,৪৫১.০৫ টাকা (এক কোটি তিরিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ একান্ন টাকা এবং পাঁচ পয়সা) টাকা	১ কোটি টাকা (ক্যাশ ক্রেডিট) ০.৩০ কোটি টাকা (ইসিএলজিএস)
২	১. **মেসার্স জয় গণেশ এন্টারপ্রাইজেস,** চণ্ডীগড় মধ্যমগ্রাম, গঙ্গানগর, কলকাতা , উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩২, আরও ঠিকানা : ২৮, তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য়তল, কলকাতা : ৭০০০৭৩। ২. **শ্রীমতি লক্ষ্মী বৈদ (স্বত্বাধিকারী)** স্বামী যশ বৈদ, ফ্ল্যাট নং সি /এল/১, মীরাভ্তা অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক সি, ২য়তল,২/২এ,রাজারহাট রোড, থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০০৫৯। ৩. **শ্রী যশ বৈদ,** পিতা প্রয়াত মতিলাল বৈদ, ফ্ল্যাট নং সি /এল/১, মীরাভ্তা অ্যাপার্টমেন্টস, ব্লক সি, ২য় তল,২/২এ, রাজারহাট রোড, থানা : রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০০৫৯।	**প্রাথমিক :** বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় অন্যান্য চলতি সম্পদ মজুত এবং বুক ডেটস দায়বদ্ধ। **সমপরিমাণ জামিন : সম্পত্তি নং ১-এ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি (দুই) কাঠা ৩ ফুট চওড়া চলার পথ সহ, তদস্থিত মুখি বাঁশ ঘেরা টালি শেড, আরএস দাগ নং ২৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৮, মৌজা গোপালপুর-চণ্ডীগড়, জেএল নং ৫০, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান জমির মালিক, কালেক্টরেট-উত্তর ২৪ পরগনা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, চণ্ডীগড়-রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, প্ল্যান প্লট নং এ, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,এডিএসআর অফিস -বারাসত অধিক্ষেত্র অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : গোপাল বিশ্বাস এবং অন্যান্যর ভবন ; দক্ষিণে : অংশত দাগ নং ২৮৭; পূর্বে : শ্রীমতি মায়া রানি বিশ্বাসের প্লট ;;পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক। **খ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ২ (দুই) কাঠা তদস্থিত মুলি বাঁশ ঘেরা বেড়া টালি শেড, আরএস দাগ নং ২৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৮, মৌজা : গোপালপুর-চণ্ডীগড়, জেএল নং ৫০, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১৪৬, উত্তর ২৪ পরগনা কালেক্টর এর প্রতিনিধিত্বকারী অধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন চণ্ডীগড়- রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে প্ল্যান প্লট নং এ, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস বারাসত অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে :গোপাল বিশ্বাস এবং অন্যান্যর ভবন ; দক্ষিণে : অংশত দাগ নং ২৮৭; পূর্বে : অংশত দাগ নং ২৮৭; পশ্চিমে : শ্রীমতি বিভা রানি মিত্র এর প্লট। **সম্পত্তি নং ২.-** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০৬ কাঠা ০১ ছটাক, কমবেশি -৩৩ ডেসিমেল থেকে, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ৭৯৬, এলআর খতিয়ান নং ৫৮২/২ (নথিভুক্ত নীলিমা দাসের নামে) এবং এলআর খতিয়ান নং ১৫৯, অবস্থিত মৌজা : গোপালপুর-চণ্ডীগড়, জেএল নং ৫০, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১৪৬, থানা : বারাসত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, এডিএসআরও বারাসত, স্থানীয় চণ্ডীগড়-রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জোল : উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : অবশিষ্ট জমি দাগ নং ১২; পূর্বে : জমি দাগ নং ১৩; পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	ক) ৩০.১২.২০২৪ খ) ২৯.০৮.২০২৪	৩,২৯,৯৯,৯৮১.৭৪ টাকা (তিন কোটি উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো একাশি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) লোন এ/সি নং ************২০৩০ ২৭.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) ১,১০,৪৫,৭০৭.০০ টাকা (এক কোটি দশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশ সাত টাকা) লোন এ/সি নং ************১১২৮ ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৮.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) মোট ৪,৪০,৪৫,৬৮৮.৭৪ টাকা (চার কোটি চল্লিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছশো অষ্টআশি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা)	৩.৩০ কোটি টাকা ১.১৮ কোটি টাকা (ইসিএলজিএস)
৩	১. **মেসার্স পাল মেডিকো,** প্রেমিসেস নং ২৬/৭০/নিউ, আপার বি পি এম বি সরণি, পো : উত্তরপাড়া, থানা :উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ১০, হুগলি, পিন : ৭১২২৩২। ২. **শ্রী শক্তিপদ পাল (স্বত্বাধিকারী),** পিতা নীরা পদ পাল, ৩১, আপার বি বি এম বি সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং এম, হুগলি, ভদ্রকালী, পিন : ৭১২২৩২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ গুদাম, টাইলস মেঝে, গুদান নং ২, একতলায় ব্লক ই, কুমার প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট, লিফট নেই, পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩১৩ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩১, আপার বি পি এম বি সরণি, ওয়ার্ড নং ১০, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ১১ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, আরএস খতিয়ান নং ৫০২স এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৯, আরএস দাগ নং ১০০০ এবং ৯০১২, এলআর দাগ নং ২০৭২। চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট মালিকদের ব্যবহারের জায়গা ; দক্ষিণে : অংশ অন্যান্যর ; পূর্বে : ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ১।	ক) ৩০.১২.২০২৪ খ) ২৯.১০.২০২৪	৪৯,৯০,৫৩৩.৭৭ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) লোন এ/সি নং ************৩৫৩২ ২৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ)	০.৪৯ কোটি টাকা
৪	১. **মেসার্স এবিলিটি ফুট কেয়ার,** ২৯/এইচ/৩২, লিটন স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৪। ২. **শ্রী মহ আলতাফ আলম (স্বত্বাধিকারী)** পিতা : মহম্মদ কামাল, ১সি, ক্যান্টফার লেন, ইন্টালি, কলকাতা : ৭০০০১৪।	**সমপরিমাণ জামিন : তপশিল ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং আইসি, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং আইসি, ক্যান্টফার লেন), থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা : ৭০০০১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে, অ্যাসেসি নং ১১০৫৪১৬০০৭০০ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১বি, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্যান্টফার লেন, সরণি, (পূর্বতন দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২/এ, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্যান্টফার লেন)সরণি, (পূর্বতন পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক/ সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন ক্যান্টফার লেন); পশ্চিমে: প্রেমিসেস নং ১২ নূর আলি লেন। **তপশিল -২ (বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট) :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৮২০ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং হল; ২ বাথ তথা প্রিভি, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, মোজাইক মেঝে সহ পঞ্চমতলে, সামনের অংশে ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১সি, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১সি, ক্যান্টফার লেন), থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা : ৭০০০১৪।	ক) ০৮.০১.২০২৫ খ) ২৮.০৯.২০২৩	১২,৬০,৯৮২ টাকা (বারো লাখ ষাট হাজার নশো বিরাশি টাকা) লোন এ/সি নং ************৮০১৯ ২৯.১১.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৮.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ)	১২.৫০ লাখ টাকা

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।

সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) -

যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না - (ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং

(খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর করা যাবে না।

তারিখ : ০৭.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

শুভমনের সেঞ্চুরি মিস, নাগপুরে জয়েও মিডল অর্ডার চিন্তায় রাখল ভারতকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয় দিয়েই ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু ভারতের। নাগপুরে প্রথম ওয়ান ডে-তে ৪ উইকেটে জিতল ভারত। যদিও ব্যাটিং পারফরম্যান্স কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে রাখল। জয়ের দোড়গোড়ায় পরপর উইকেট হারানো একেবারেই স্বস্তির নয়। তেমনই ওয়ান ডে অভিষেক স্মরণীয় হল না বাঁ হাতি ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের। আরও বড় চিন্তা ক্যাপ্টেনের ফর্ম। শ্রীলঙ্কায় গত ওয়ান ডে সিরিজই হোক বা সদ্য সমাপ্ত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এমনকি রঞ্জিতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। রোহিতের ওয়ান ডে সিরিজ শুরু হল ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়েই।

টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। তাদের শুরুটা ভালো হলেও একটা রানআউটের পরই খেই হারিয়েছিল। শেষ অবধি ২৪৮ রানেই অলআউট ইংল্যান্ড। চোটের কারণে এই ম্যাচে পাওয়া যায়নি বিরাট কোহলিকে। ওয়ান ডে অভিষেক হল যশস্বীর। তাঁর ঝুলিতে মাত্র ১৫ রান। ক্যাপ্টেন রোহিত ফেরেন ২ রানেই। বোলাররা নিজেদের কাজ করে দিয়েছিলেন। ব্যাটিংয়েও দুর্দান্ত শুভমন, শ্রেয়স আইয়ার।

অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস শুভমন গিলের। সে সময় দলের প্রয়োজন ১৮ রান। শুভমনের সেঞ্চুরিতে চাই ১৭। বাউন্ডারি মারতেই গ্যালারিতে গর্জন। সকলেই চাইছিলেন, এত কাছে এসে সেঞ্চুরিটা যাতে মিস না হয়। কিন্তু পরের ডেলিভারিতে মিড অনের উপর দিয়ে মারতে গিয়ে হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন শুভমন গিল। নিজের জন্যই সেঞ্চুরিটা হল না ভাইস ক্যাপ্টেনের। সকলের মধ্যেই অস্বস্তি। নিজেও মাঠ ছাড়ার সময় বারবার জায়ান্ট স্ক্রিনে রিপ্লে দেখছিলেন শুভমন গিল।

ভারতীয় ইনিংসে নজর কাড়লেন শ্রেয়স আইয়ার। বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন। মাত্র ৩৬ বলে ৫৯ রান করেন। হাফসেঞ্চুরি করেন অক্ষর প্যাটেলও। শুভমনের অবদান ৯৬ বলে ৮৭। তাঁর ইনিংসে ১৪টি বাউন্ডারি। কিন্তু ২২১-৩ স্কোর থেকে ২৩৫-৬। এই টুকু সময়ের মধ্যে পরপর উইকেট হারানোয় অস্বস্তি ছিল। অবশেষে ৩৮.৪ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছয় ভারত।

এই প্রথম ৩ মহিলা আম্পায়ার পরীক্ষায়: প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিএবির আম্পায়ারদের পরীক্ষায় প্রথমবার এলেন নীতিন মেনন

বিসিসিআইয়ের আম্পায়ার নীতিন মেননের সঙ্গে সিএবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবিতে আগে কখনও হয়নি। এই প্রথম আম্পায়ার নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও দক্ষদের সুযোগ করে দিতে কোনও ফাঁকফোঁকর রাখলেন না সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আম্পায়ারদের পরীক্ষায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেকোনো ধরণের কারসাজি এবং দুর্নীতি এড়ানোর জন্যই এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হল। এর আগে সিএবির পরীক্ষায় এত বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ভারতের তো বটেই, গোটা বিশ্বের অন্যতম সেরা আম্পায়ার এখন নীতিন মেনন। তাঁকে দিয়েই চলছে পরীক্ষা।' আইসিসির এলিট প্যানেলের ১২ জন আম্পায়ারের একজন নীতিন মেনন। সিএবি গ্রেড ওয়ান, গ্রেড টু, গ্রেড থ্রি লেভেলের পরীক্ষায় নীতিন মেননকেই দায়িত্ব দিয়েছেন প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিন ছিল লিখিত ও ভিডিও কনফারেন্স। কোনওরকম দুর্নীতি যাতে না হয় এরজন্য কমিটির সদস্যদেরও যাওয়া বারণ ছিল পরীক্ষাকক্ষে। আজ হবে ভাইবা আর প্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। ৪৫ বছরের নীচে মোট ৪১ জন আম্পায়ার এই পরীক্ষায় এবার বসেছেন। এরমধ্যে রয়েছেন আবার তিনজন মহিলাও। যা প্রথমবারই দেখা গেল। তাঁরা হলেন বিউটি চক্রবর্তী, বিনিতা রায় মল্লিক এবং রাশি দাস।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বালকের গালের ক্ষত জোড়া হল আঠা দিয়ে

কর্নাটকে সাসপেন্ড সরকারি নার্স

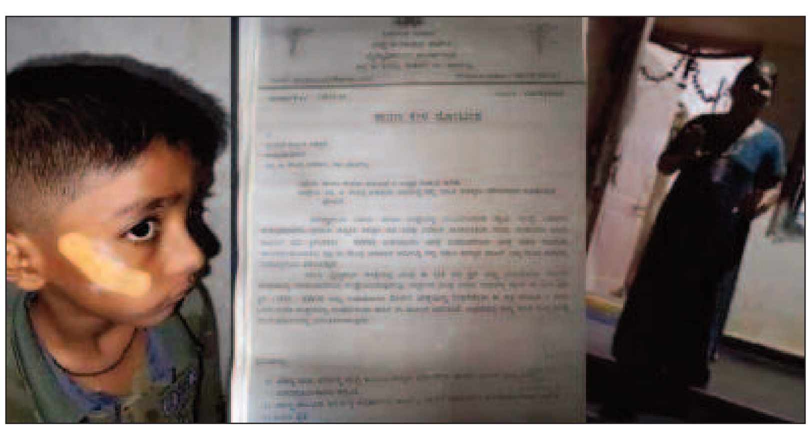

অমরাবতী, ৬ ফেব্রুয়ারি: পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল বছর সাতেকের একটি শিশু। তাঁর গালের উপরিভাগে গভীর ভাবে কেটে গিয়েছিল। চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে তার বাড়ির লোকেরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। অভিযোগ, সেখানে কর্তব্যরত নার্স সেই ক্ষত সেলাই না করে মজবুত আঠা দিয়ে জুড়ে দেন। ঘটনাটি কর্নাটকের একটি সরকারি হাসপাতালের।

সেলাইয়ের পরিবর্তে নার্স যখন মজবুত আঠা দিয়ে শিশুর গালের ক্ষতস্থান জুড়ে দিচ্ছিলেন, তখন প্রতিবাদ করেন অভিভাবকেরা। অভিযোগ, সেই সময় শিশুর অভিভাবকদের জানানো হয়, সেলাই করলে গালে দাগ থেকে যাবে। কিন্তু আঠা দিয়ে জুড়ে দিলে সেই দাগ বোঝা যাবে না। নার্সের এই যুক্তি মানতে পারেননি শিশুর বাবা-মা। তাঁরা ওই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছেড়ে অভিযোগ তোলেন, ওই মজবুত আঠা ব্যবহারের পর শিশুর ক্ষতস্থানের পরিণতি আরও খারাপ হয়েছে। স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কাছে আর্জি জানান, ওই নার্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হুলস্থুল পড়ে যায়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফে একটি বিবৃতিও দেওয়া হয় এ প্রসঙ্গে। ওই বিবৃতিতে জানানো হয়, 'এক ধরনের জোরালো আঠা ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে, সেটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহারে অনুমোদন নেই। এ ক্ষেত্রে সেই আঠাই ব্যবহার করেছিলেন কি না নার্স তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তবে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ওই নার্সকে সাসপেন্ড করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

তামিলনাড়ুর স্কুলে ছাত্রীকে 'গণধর্ষণ' তিন শিক্ষকের

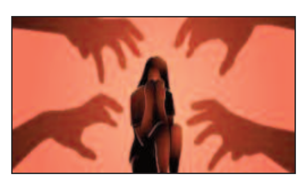

চেন্নাই, ৬ ফেব্রুয়ারি: স্কুলে ৩ শিক্ষকের লালসার শিকার নাবালিকা ছাত্রী। বিদ্যালয় চত্বরেই তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নারকীয় ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলায়। ইতিমধ্যেই পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। হাসপাতালে ভর্তি নির্যাতিতা।

জানা গিয়েছে, তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলার বাসিন্দা ওই নাবালিকা এলাকারই একটি স্কুলে পড়ত। গত একমাস ধরে সে স্কুলে যাচ্ছে না। তাতে সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষের। এরপরই স্কুলের তরফে ছাত্রীর বাড়িতে যোগাযোগ করা হয়। তাতেই প্রকাশ্যে আসে গোটা ঘটনা। নাবালিকার মা জানান, স্কুলেরই তিন শিক্ষক তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতে বিষয়টা জানাজানি হয়। কিন্তু তারা ভয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে পারেনি। নির্যাতিতার মায়ের কাছে বিষয়টা জানামাত্রই প্রিন্সিপাল পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দেন।

এরপরই থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নির্যাতিতার মা। পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এরপরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার ও পরিজনরা। উল্লেখ্য, বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা। স্কুলের তরফেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে খবর।

ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিরাজ ২০০০ বিমান

ভোপাল, ৬ ফেব্রুয়ারি: মহড়ার সময় মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান। জানা গিয়েছে, যে বিমানটি ভেঙে পড়েছে সেটি দুই আসনের মিরাজ ২০০০। সুনারি চৌকি এলাকার কাছে একটি ক্ষেতের উপর গোত্তা খেয়ে আছড়ে পড়ে আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। তবে পাইলট সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

কী ভাবে এই দুর্ঘটনা হল তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এই দুর্ঘটনা। তবে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে বায়ুসেনা সূত্রে খবর। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়েছে, গোয়ালিয়রে মহড়া দিচ্ছিল মিরাজ ২০০০ যুদ্ধ বিমানটি। শিবপুরীর কাছে সেটি ভেঙে পড়ে। তবে পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, হঠাৎই জোরালো একটা আওয়াজে বেরিয়ে এসে দেখেন ক্ষেতের মধ্যে বিমান ভেঙে পড়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এই ঘটনার খবর আশপাশে ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা ভিড় করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। বিমান যেখানে ভেঙে পড়ে তার থেকে কিছুটা দূরে পাইলটকে উদ্ধার করা হয়।

ওঁরা পুরুষ! মেয়েদের খেলায় রূপান্তরকামীদের নিষিদ্ধ করলেন ট্রাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেস্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ডোনাল্ড ট্রাম্প বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমেরিকায় থাকবে দুটি লিঙ্গই। সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করতে শুরু করল প্রশাসন। এবার থেকে রূপান্তরকামীরা আর অংশ নিতে পারবেন না মহিলাদের খেলায়। বুধবারই এই সংক্রান্ত আদেশে স্বাক্ষর করলেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

বুধবার হোয়াইট হাউসের তরফে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। এরপরই তিনি তিনি বলেন, তআমরা মহিলা খেলোয়াড়দের পাশে আছি। মেয়েদের খেলার ঐতিহ্য রক্ষা করতে চাই। পুরুষদের দ্বারা তাঁদের প্রতারিত করতে দেব না। আঘাত করতেও দেব না। এবার থেকে মেয়েদের খেলা শুধুমাত্র মেয়েদেরই। এখানেই শেষ নয়, কার্যত বিজয়ের হাসি হাসলেন ট্রাম্প। বলেন, মেয়েদের খেলাধুলোর বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হল। অর্থাৎ ট্রাম্পের কথায়, যে সমস্ত পুরুষ নারীসত্ত্বা গ্রহণ করেছেন বা রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন তাঁরাও আদতে পুরুষ।

উল্লেখ্য, চলতি জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই তিনি বুঝিয়েছিলেন, আমেরিকায় খাতায় কলমে থাকবে দুটি লিঙ্গ-পুরুষ ও স্ত্রী। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আদেশে পাসপোর্ট নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে চলেছেন মার্কিন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকরা। শুধু তাই-ই নয়, যাঁরা রূপান্তরকামী বা রূপান্তরিত, তাঁদের ক্ষেত্রে আরও একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মার্কিন বিদেশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃতীয় নয়, শুধুমাত্র স্ত্রী ও পুরুষ-এই দুটি লিঙ্গই উল্লেখ থাকবে পাসপোর্টে। তৃতীয় লিঙ্গের কোনও নাগরিকের পাসপোর্টের আবেদন গৃহীত হবে না। যাতে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়ে আমেরিকায় বসবাসকারীর তৃতীয় লিঙ্গ, রূপান্তরকামী, রূপান্তরিত নাগরিকদের কপালে। এই পরিস্থিতিতে এবার মেয়েদের খেলা থেকে বাদ পড়লেন রূপান্তরকামীরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No 4/PGP/ 15th. FC/2024 - 25** (Un Tied) by the Prodhan, **Paharpur Gram Panchayat.** Last date of application **14.02.2025up to 5.00P.M.**
Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Paharpur Gram Panchayat, Raninagar-1, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Paharpur Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল–৮৪–২৪, তারিখঃ ০৫.০২.২০২৫, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন–৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেকট্রিক কন্ট্র্যাক্টর লাইসেন্স আছে এমন এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনে আর্থিকভাবে সক্ষম নামী টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** আসানসোল ডিভিসনঃ আসানসোল ডিভিসনে পুরনো জীর্ণ এয়ার কন্ডিশনার প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫২,২৬,৮৩১.৫০ টাকা, **বায়নামূল্যঃ** ১,০৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **বন্ধ ও খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
ASN-322/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender has been invited for below-mentioned 6 (six) no. of Seleme under 15th FC/2025 Fund: 1. For NIT No: **JGP/889/Tenders/15th/FC/2025, Dt. 05.02.2025, Tender ID:**
i) 2025_ZPHD_811261_1
(ii) 2025_ZPHD_811261_2
(iii) 2025_ZPHD_811261_3
(iv) 2025_ZPHD_811261_4
(v) 2025_ZPHD_811261_5
(vi) 2025_ZPHD_811261_6
e-Tender has been invited for below-mentioned 8 (eight) no. of Seleme under 15th FC/2025 Fund: 1. For NIT No: **JGP/892/Tenders/15th/FC/2025, Dt. 06.02.2025, Tender ID:**
i) 2025_ZPHD_811912_1
ii) 2025_ZPHD_811912_2
iii) 2025_ZPHD_811912_3
(iv) 2025_ZPHD_811912_4
(v) 2025_ZPHD_811912_6
(vi) 2025_ZPHD_811912_7
(vii) 2025_ZPHD_811912_8
(viii) 2025_ZPHD_811912_9
Details contact website:
www.wbtenders.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata – 700144
E-Tender
Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/ Vendor/Contractor for (1) Construction of Inter locking Paver block & sitting arrangements for beautification at Mukta Mancha at ward no. 12 under Baruipur Municipality vide e-NIT - **WBMAD/ULB/BM/NIT-16(e)/2024-25, last date: 21.02.2025 up to 9 AM.** Details information may be obtained during office hours **11 AM – 5 PM.** Website: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Baruipur Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING TENDER
Memo. No. 3416/RM
Date - 06.02.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-17e/2024-25 /SL1 to SL22, Tender ID : 2025_MAD_811702_1 to 22
Name of the work: Construction of Cement concrete Road, Repairing of Surface Drain & Bituminous work, & other Development work in different wards (22 nos) under Ranaghat Municipality. **Last Date Of Submission of Bid : 15.2.2025.**
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website
https:// www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/AMRUT/NIT-15/8th CALL/2022-23** for "Construction of New Park beside Kadamtala Immersion Ghat at Ward No-22 under AMRUT within Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender id: 2025_MAD_812035_1**
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
Application are invited from Contractors/Agencies vide NIT bearing Memo nos.- **BGP/051/2025,** dated: **06/02/2025** (Sl no- 1, 2, 3) of the undersigned for implementation for construction of Pacca cover drain from 15th FC Tied Fund and NIT bearing Memo nos.- **BGP/052/2025,** dated: **06/02/2025** (Sl no- 1, 2, 3) of the undersigned for implementation for construction of CC road from 15th FC Untied Fund at different location under Bandipur Gram Panchayat. For details visit Office Notice Board and **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/525/24-25 Dated 05.02.2025	Construction of Concrete Road and Surface Drain at Daspara, Jhilpar Manashatala in Ward No.-09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.13,18,530.00

Bid Submission end date: **22.02.2025 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি-র বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১ (একটি) ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইসর সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক) পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ০১.০২.২০২৫ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২২.০২.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৬৭(৩)/২৪-২৫
০৫.০২.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice
Name of Work:- Supply of Electrical Materials for Improvement of Municipality Office Building Electrical work under Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/15q/2024-25 Memo No. 85/PWD, Date-05-02-2025	05.02.2025 at 06.00am	14.02.2025 at 05.55 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই
সৃজিতের নতুন মাস্টারস্ট্রোক

১৯৮৬ সালের সিনেমার সারমর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে যে এত সুন্দর উপস্থাপনায় নিজস্ব মুন্সীয়ানা ভরে দেওয়া যায় সেটা বোধহয় প্রমাণ করে দিলেন সৃজিত মুখার্জি এই ছবির মাধ্যমে। সিনেমাটি দেখলে একটি হলিউড সিনেমার কথা মাথায় আসে যার সাথে সিনেমাটির কিছুটা হলেও সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই সিনেমাটি হলো সিডনি লুমেট পরিচালিত 'টুয়েলভ অ্যাংরি ম্যান' যে ছবিটির মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটেছিল ১৯৫৭ সালে। যেকোনো একটি নাটক থেকে একটি সিনেমা নির্মাণ করার প্রধান সমস্যা হল, সিনেমার ব্যাকরণের সূত্রগুলি নাটকের ক্ষেত্রে মান্য করে চলা সম্ভবপর নয়। দর্শকের অস্বস্তি এবং একঘেয়েমি দূরীকরণের জন্য সিনেমাকে কিছুতেই চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা যায় না। প্রত্যেক অন্দরদৃশ্যের জবাবে অন্তত একটি লম্বা বহির্দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সিনেমা যেটি মঞ্চ বা স্টেজে নির্মাণ করা পারতপক্ষে অসম্ভব। কিন্তু 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' ছবিতে শ্রীজিত মুখার্জি, জুরির দৃশ্যটিকে স্বপ্নদৃশ্যে নিয়ে গিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করেছেন খুবই সূক্ষ্মভাব। যে হেতু স্বপ্নদৃশ্য, তাই সেটি যে কোন স্থানে ঘটতে পারে। এটাই সৃজিত মুখার্জির মাস্টার স্ট্রোক হিসাবে কাজ করেছে।

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

আপনি যদি বাসু চ্যাটার্জী পরিচালিত 'এক রুকা হুয়া ফ্যাসলা' ছবিটি দেখে আসেন এবং তারপর যদি সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' ছবিটি দেখেন তাহলে আপনি হয়তো দুটির মধ্যে খানিকটা মিল পাবেন তবে দুটো ছবি দুটি ধরনের। পরিচালক সৃজিত মুখার্জির কথা অনুসারে 'এক রুকা হুয়া ফ্যাসলা' ছবিটিকে অবলম্বন করে তার ছবিটি নির্মিত হলেও সৃজিত মুখার্জি তারই নিজস্ব ছবিতে প্রচুর অত্যাধুনিকতার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। একটি সিনেমার ছায়া অবলম্বনে এই সিনেমাটি তৈরি করা হলেও সৃজিত মুখার্জি তার মধ্যে নিজস্বী ভাবটা রেখেছেন সেটা এই ছবিটির মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ন্যায়সংহিতা অনুসারে নির্ণায়ক সবার অবলুপ্তির ৫২ বছর পর আবার যখন নির্ণায়ক সবার একটি চিত্র কোন সিনেমায় তুলে ধরতে হয়। তখন সেখানে অত্যাধুনিক চিন্তাধারার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। পরিচালক সৃজিত মুখার্জি তার 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেহ' ছবিতে সেই নতুন চিন্তাধারায় নির্ণায়ক সভা অর্থাৎ জুড়িকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থাপিত এই ছবির গল্পে রয়েছে মোট ১২টি চরিত্র। বলাই বাহুল্য জাত, ধর্ম, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, ভাষা, ইত্যাদি মিলিয়ে ১২ রকমের চরিত্র। সুজিত মুখার্জির মাস্টারস্ট্রোকে এই ছবিতে প্রতিটি চরিত্রই আপন ভঙ্গিমায় হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। পুরনো দিনের ধুলোমলিন হয়ে যাওয়া নির্ণায়ক সভার পরিবেশ পুনরায় বর্তমান যুগে চিত্রনাট্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে গেলে ফর্ম এবং অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন। তার সাথে প্রয়োজন নতুন চিন্তাধারার আর এখানেই সৃজিত মুখার্জির প্রশংসা প্রাপ্তি কাম্য। তিনি তার এই সিনেমায় এই বিষয়টিকে এত নিপুনভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন যেন আমরা আবার ফিরে গিয়েছিলাম জুরির দিনগুলিতে। পথটি যে খুব নতুন কিছু, তা নয়। কিন্তু অনস্বীকার্য ভাবে বাণিজ্যিক জ্যামিতিতে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সেটি হল, এই নিয়ন্ত্রক সভাটিকে সম্পূর্ণ ভাবে একটি স্বপ্নদৃশ্যে নিয়ে দেওয়া। সেটি এক বিচারকের দেখা স্বপ্ন। ঘুমোনোর আগে যে মামলায় তিনি রায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সেই মামলা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি গান শুনছিলেন। গানটি একটি অধুনা বহুল জনপ্রিয় বাংলা বাউলগীতি; 'তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জানো না...'। বিচারকের স্বপ্নে সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর 'মনের কয়জনা' ফিরে আসে, বিচারসভা বসায় সেই একই মামলাকে ভিত্তি করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মৌলিক চিত্রনাট্যে যদিও এই সভার অংশগ্রহণকারীরা কেউ কাউকে চেনে না, স্বপ্নের বিচারসভায় অংশগ্রহণকারীরা হয় বিচারকের বন্ধু, না হলে আত্মীয়, নয়তো পরিচিত। কেবল এক জন ছাড়া, যার উপস্থিতির ভিত্তি বিচারকের এক গভীর স্মৃতি থেকে উত্থিত। এমনই এক স্মৃতি যাকে বিচারক অস্বীকার করতে চায়, চায় ভুলে যেতে। সেই চরিত্রের উপস্থিতি ছবির শেষে বেশ জমাটি একটি মৌলিক চমক নিয়ে আসে। এই দিকটি মৌলিক ইংরেজি নাটক বা সিনেমার চিত্রনাট্যে ছিল না কোনও ভাবেই, ছিল না বাসুবাবুর ছবিতেও এবং এটি সম্পূর্ণ ভাবে চিত্রনাট্যকার সৃজিতের মস্তিষ্কপ্রসূত। সে কারণেই মূল চিত্রনাট্যের একটি উত্তরণ ঘটে এবং তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। সমস্তটা স্বপ্ন এবং মস্তিষ্কপ্রসূত বলেই সিনেমাটির নামকরণ করা হয়েছে 'সত্যি বলে কি সত্যি কিছু নেই' বলাই বাহুল্য এই ছবিতে সৃজিত মুখার্জি তার অন্যান্য ছবিগুলোর মতোই প্লট টুইস্ট রেখেছেন যা আপামর দর্শককে শেষে গিয়ে চমকে দেবে। এখানেই এই পরিচালকের দক্ষতা ফুটে উঠছে। ছবিটির চরিত্রায়ন, সংলাপ অনবদ্য। প্রত্যেকটা চরিত্রের সংলাপই বাস্তবরচিত এবং সাবলীল। এই সিনেমার মাধ্যমে সৃজিত মুখার্জি আবারও প্রমাণ করলেন যে একটি সিনেমা করার পেছনে রীতিমত পড়াশোনা এবং গবেষণার প্রয়োজন যেটা তিনি সবসময় আগে থেকেই করে তারপর সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এখানেই তার ছবি তৈরির সার্থকতা রয়েছে। সিনেমায় নির্ণায়ক সভার বিচারপতি অর্থাৎ জাজ ব্রজেশ্বরের ভূমিকায় কৌশিক গাঙ্গুলীর

অভিনয় অসাধারণ যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য করবে দর্শকদের। গল্পটি এই ব্রজেশ্বর চরিত্রটিকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এছাড়া সিনেমার অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ অনবদ্য। ধীমানের চরিত্রে কৌশিক সেন অনেক সাবলীল। গতানুগতিক চরিত্রের বাইরে গিয়ে তিনি তার অভিনয় শৈলী ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যর চরিত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে বেশ মানিয়েছে। সুমিতের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীর অভিনয় মোটামুটি হলেও তার চরিত্রের একঘেয়েমির দিক ফুটে ওঠেনি। মিস্টার আগরওয়ালের এর চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী আগের তুলনায় এই সিনেমায় অনেক বেশি পরিণত। অনন্যা চ্যাটার্জি বরাবরই একজন সুঅভিনেত্রী এবং এই সিনেমায় রুপার চরিত্রে তিনি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও অর্জুন চক্রবর্তী সৌরাশিনী মৈত্র, রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি এবং কাঞ্চন মল্লিকও যথেষ্ট দক্ষ সংলাপের সাথে অভিনয় করেছেন এই সিনেমায়। সিনেমায় সৃজিত মুখার্জি তারা গুণের পরিচয় দিয়েছেন। যে গুণটি হল চরিত্রের জন্য সঠিক অভিনেতা নির্বাচন করা। তিনি তার সব ছবিতেই সঠিক অভিনেতা নির্বাচন করতে সক্ষমতা দেখান এবং তাই জন্যই যেন তার সমস্ত ছবিই সাফল্য অর্জন করে।

১৯৮৬ সালের সিনেমার সারমর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে যে এত সুন্দর উপস্থাপনায় নিজস্ব মুন্সীয়ানা ভরে দেওয়া যায় সেটা বোধহয় প্রমাণ করে দিলেন সৃজিত মুখার্জি এই ছবির মাধ্যমে। সিনেমাটি দেখলে একটি হলিউড সিনেমার কথা মাথায় আসে যার সাথে সিনেমাটির কিছুটা হলেও সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই সিনেমাটি হলো সিডনি লুমেট পরিচালিত 'টুয়েলভ অ্যাংরি ম্যান' যে ছবিটির মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটেছিল ১৯৫৭ সালে। যেকোনো একটি নাটক থেকে একটি সিনেমা নির্মাণ করার প্রধান সমস্যা হল, সিনেমার ব্যাকরণের সূত্রগুলি নাটকের ক্ষেত্রে মান্য করে চলা সম্ভবপর নয়। দর্শকের অস্বস্তি এবং একঘেয়েমি দূরীকরণের জন্য সিনেমাকে কিছুতেই চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা যায় না। প্রত্যেক অন্দরদৃশ্যের জবাবে অন্তত একটি লম্বা বহির্দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সিনেমা যেটি মঞ্চ বা স্টেজে নির্মাণ করা পারতপক্ষে অসম্ভব। কিন্তু 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' ছবিতে শ্রীজিত মুখার্জি, জুরির দৃশ্যটিকে স্বপ্নদৃশ্যে নিয়ে গিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করেছেন খুবই সূক্ষ্মভাব। যে হেতু স্বপ্নদৃশ্য, তাই সেটি যে কোন স্থানে ঘটতে পারে। এটাই সৃজিত মুখার্জির মাস্টার স্ট্রোক হিসাবে কাজ করেছে। চার দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ একটি নাটককে, সৃজিতের কল্পনা কখনও ফেলেছে গলফ খেলার ময়দানে, কখনও নাট্যঘরে, কখনও জঙ্গলে, কখনও ঢেউ আছড়ে পড়া সমুদ্রতটে। কেবল চরিত্রদের অবস্থানটুকু সম্পূর্ণরূপে এক রেখেছেন তিনি। এর ফলে ক্যামেরার কাজও কিছু দেখানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফার প্রসেনজিৎ চৌধুরীর কাজ খুবই দুঃখ সেটা সিনেমার চিত্রনাট্য দেখলেই বোঝা যায়। এখানে শিল্প নির্দেশনায় একটি বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে। সভায় উপস্থিত বারো জনের বসার কেদারাগুলির মাথায় খোদাই করা বারোটি রাশিচিহ্ন। যেগুলি প্রত্যেক চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যের একটি দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই' সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে দেখলেই বেশি ভালো লাগবে দর্শকদের। দর্শকরা মন থেকে এই সিনেমাটির সাথে যোগ সূত্র স্থাপন করতে পারবে।

কেমন হলো এই সিনেমা

ঐশ্বর্যকে নিয়ে কটাক্ষ অমিতাভর

শুধু চেহারার সৌন্দর্য্য বেশিদিন টেকে না!

অমিতাভ বচ্চনের ছোট্ট একটি মন্তব্য, আর তাতেই ফের জল্পনা শুরু হয়ে গেল ঐশ্বর্য রাই ও বচ্চন পরিবারের দূরত্ব নিয়ে। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র একটি পর্বে পুত্রবধূকে নিয়ে 'বিগ বি'-র মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র ষষ্ঠদশ সিজনে খেলতে এসেছিলেন প্রানুসা থামকে নামের এক প্রতিযোগী। তিনি অভিষেক জায়াকে নিয়ে প্রশংসাসূচক কথা বলতে শুরু করেন। তার পরেই ওই মন্তব্য করেন অমিতাভ। ঠিক কী ঘটেছিল সেই পর্বে? প্রানুসা কথায় কথায় অমিতাভের পুত্রবধূ ঐশ্বর্যের প্রশংসা করা শুরু করেন। প্রানুসা বলেন, 'ঐশ্বর্য খুবই সুন্দরী।' জবাবে অমিতাভ বলেন, 'হ্যাঁ আমি সে কথা জানি।' এর পর প্রানুসা আরও বলেন, 'ওঁর সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।' ঐশ্বর্যের সৌন্দর্য্যের রহস্য কী তা জানাতে অমিতাভকে অনুরোধ করেন প্রানুসা। তখনই অমিতাভ বলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলি, চেহারার সৌন্দর্য্য কয়েক বছরের মধ্যে হারিয়ে যায়। মনের সৌন্দর্য্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।' অমিতাভের এই মন্তব্যের পরই শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে কি পুত্রবধূর ব্যবহারে অখুশি বচ্চন?

নন্দিতাও শিবপ্রসাদের হাত ধরে ফের বাংলা ছবিতে রাখি গুলজার

পরিচালকদ্বয় নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে আবারও বাংলা সিনেমায় ফিরছেন রাখি গুলজার। ছবির নাম 'আমার বস'। ছবিতে রাখি গুলজারের পাশাপাশি অভিনয় করতে দেখা যাবে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, ঐশ্বর্য চট্টোপাধ্যায়, আভেরি সিংহ রায় এবং ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ শ্রুতি দাসকে। উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ব্যানারে চলতি বছরের মে মাসে মুক্তি পাবে এই ছবি। ছবি রিলিজের জন্য এই মাসটাকেই কেন বেছে নেন নন্দিতা- শিবপ্রসাদ জুটি। শিবপ্রসাদ বললেন, 'মে মাসটা আমার জন্য সবসময়ই বিশেষ, শুধু জন্মদিনের জন্য নয়, এই মাসটা মনে রাখার মতো কাম-ব্যাক আর ব্লকবাস্টার ছবির জন্যও।' এর পরই পরিচালক মনে করিয়ে দিয়েছেন একের পর এক সফল ছবির কথা। শিবপ্রসাদ জানান, 'বেলাশেষে'-তে তাঁরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে 'ঘরে বাইরে'র পর আবার একসঙ্গে এনেছিলেন।

SOMANY®
TILES | BATHWARE
ZAMEEN SE JUDEY

সোমানি সেরামিকস্ লিমিটেড
(রেজিস্টার্ড অফিস ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L৪০২০০WB১৯৬৮PLC২২৪১১৬)
স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত অডিট করা হয়নি আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার
৩১.১২.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য

(টাকা লাখ-এ)

বিবরণ	স্বতন্ত্র						একত্রিত					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয়মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয়মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়েছে	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়নি	অডিট করা হয়েছে
পরিচালনা থেকে মোট আয়	৬২,৩২৮	৬৪,২০৩	৬৪,৩২৬	১,২০,৩৪৬	১,২২,২৩১	২,৫৩,৪৪৯	৬৬,৬৩৩	৫৭,৮৫৮	৬৫,৫১৬	১,২৪,৪৯১	১,২৪,১৬৯	২,৫৯,১৩৫
উক্ত সময়ের জন্য নেট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ জিনিসপত্র)	২,০৩৯	২,১৪০	৩,৮৯৮	৪,৬০২	৭,৩৮১	১৪,২৮৫	২,৪৬৮	১,৮৩৮	৩,৯৩৬	৪,৩০৬	৬,৪৩৯	১৪,৪৮৬
উক্ত সময়ের জন্য নেট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ জিনিসপত্র)	২,৯৮১	২,১৪০	৩,৮৯৮	৪,৬০২	৭,০৪৪	১৪,৪০৫	২,৪৬৮	১,৮৩৮	৩,৯৩৬	৪,৩০৬	৫,৭৭৭	১৪,২৮১
উক্ত সময়ের জন্য নেট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ জিনিসপত্র)	২,৩১০	১,৫৮৫	২,৯৬৮	৩,৪১১	৫,৩০৭	১০,৩৭৮	১,৭৩৪	১,২২৬	২,৯৫৩	২,৯৬০	৪,২১০	৯,৯৩৮
এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	২,৩১০	১,৫৮৫	২,৯৪৮	৩,৩৯৩	৫,২৮৭	১০,৩৮৬	১,৭১৮	১,২২৬	২,৯৪৬	২,৯৪৪	৪,২০৩	৯,৯৭৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২০	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮২০	৮২০	৮৪৯	৮২০	৮৪৯	৮২০
সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ বাদে)						৭১,৪৯৭						৭১,১৯৪
শেয়ার প্রতি আয়												
বেসিক (প্রতিটি ২ টাকা) (অসাধারণ সামগ্রীগুলির আগে/পরে)- টাকায়।"	৫.৬৩	৩.৮৬	৬.৯৯	৮.৩২	১২.৪৯	২৪.৬৪	৪.১৯	৩.০০	৬.৯০	৭.১৯	১০.৩৩	২৩.০১
ডিলুউটেড (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ২ টাকা) (অসাধারণ সামগ্রীগুলির আগে/পরে)- টাকায়।	৫.৬৩	৩.৮৫	৬.৯৮	৮.৩০	১২.৪৮	২৪.৬১	৪.১৮	২.৯৯	৬.৮৯	৭.১৭	১০.৩২	২২.৯৮

দ্রষ্টব্য:

1. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক সমাপ্তি আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের সমাপ্তি আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) এবং BSE (http://bseindia.com) এবং NSE (http://nseindia.com)-এর স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে এবং নিম্নলিখিত দ্রুত QR কোডটি স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
2. এই আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) এবং প্রযোজ্য পরিমাণে অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং পলিসি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ: ফেব্রুয়ারি ০৬, ২০২৫
স্থান: নতুন দিল্লি

QR কোড

সোমানি সেরামিকস লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকান্ত সোমানি
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN ০০০২১৪২৩